চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 March, 2019 ■ আগরতলা, ১৭ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ৩ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ভাইরাস ঃ ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে বন্ধ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। করোনাতঙ্কে ত্রিপুরায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সিনেমা হল, সুইমিং পুল এবং জিমনাশিয়ামও ওই সময়কালে বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত জেলা শাসককে ৮ জেলায় ১৪৪ ধারা লাগু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বড় জমায়েত আটকানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে ত্রিপুরা সরকার।

সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা ভাইরাস সম্পর্কে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন। ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস যাতে কোনওভাবেই ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেই লক্ষ্যে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

হিসেবে ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেমা হল, সুইমিং পুল এবং ব্যায়ামাগার বন্ধ থাকবে। তবে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ হবে না।

তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির হোস্টেল ২১ মার্চের আগে খালি করতে হবে। কারণ, ২১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত হস্টেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ছেলে-মেয়েদের হস্টেল থেকে নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি আরও জানান, সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে রেশন সামগ্রী অভিভাবকরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া গর্ভবতী মহিলারাও রেশন সামগ্রী বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন।

মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, বড় জমায়েত ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ-নিয়ে দুবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু স্থানে জমায়েত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই, আট জেলাশাসককে সংশ্লিষ্ট জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে, বড় জমায়েত বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। এদিকে, বিদেশ ভ্রমণ, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং মেলা ও উৎসব উদযাপনে হ্রাস টানার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ওই সব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ওইসব কার্যক্রম ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতিই চলবে।

তিনি বলেন, দেশে করোনা ভাইরাস দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজব ছড়ালে কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করলে, তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

করোনা
আদালগুলিতে জরুরী ভিত্তিক মামলার শুনানী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়লো আদালতেও। উচ্চ আদালত এবং নিম্ন আদালতের আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত কেবলমাত্র জরুরি ভিত্তিক মামলার শুনানি হবে।

আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, প্রধান বিচারপতি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ওই ব্যবস্থার অন্তর্গত উচ্চ আদালত এবং সমস্ত জেলা আদালত সহ ফেমেলি কোর্ট এবং ট্রাইবুনাল গুলি আগামী ১৭ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত কেবলমাত্র জরুরি ভিত্তিতে মামলাগুলির শুনানি করবে। জেলা আদালতে জুডিশিয়াল অফিসাররা মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে শুনানির জন্য ধার্য্য করবেন।

ওই নির্দেশিকা মোতাবেক সমস্ত আইনজীবীদের তাদের মক্কেল এবং আদালতের কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জর, সর্দি এবং কাশি এই যাবতীয় অসুস্থতা অনুভব করলে আদালতে আসবেন না। সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালত চত্বরে চিকিৎসা কর্মী নিযুক্তির পরামর্শ দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ভাইরাসের জন্য
১৪৪ ধারা জারি হলেও আন্দোলন থেকে সরছে না ১০৩২৩ এর দুই সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। লাগাতার আন্দোলনে নাছোড়বান্দা অ্যাডহক শিক্ষকরা ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও তাঁরা গণ-অবস্থান থেকে সরে আসবেন না। এরই সাথে, আগামীকাল থেকে লাগাতার গণ-ধরনায় শামিল হবে অ্যাডহক শিক্ষকদের অপর এক সংগঠন আমরা ১০৩২৩। ফলে, অ্যাডহক শিক্ষকদের বিক্ষোভকে ঘিরে ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বড় জমায়েত বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার আট জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিকে এদিন রাতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী গণঅবস্থানস্থলে পৌঁছেন এবং গণঅবস্থান প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। যেহেতু ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে।

এ-বিষয়ে গত ১৪ মার্চ থেকে লাগাতার গণ-অবস্থানে শামিল অ্যাডহক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা বলেন, ৩১ মার্চ আমাদের চাকরি থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার অ্যাডহক শিক্ষকদের চাকরির ব্যাপারে নিশ্চিয়তার কোনও পথ খুঁজে বের করেনি। শুধু তা-ই নয়, আমাদের দাবি মেনে ভেলিডেশন অ্যাক্ট চালু করার বিষয়েও কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই, লাগাতার গণ-অবস্থান কর্মসূচি থেকে আমাদের সরে আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সাফ জানালেন তিনি। বিমলবাবুর কথায়, আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই, আন্দোলন থেকে সরে আসব না। ত্রিপুরা সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলেও আমাদের গণ-অবস্থান জারি থাকবে।

একই কথা জানালেন আমরা ১০৩২৩ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের জনৈক কর্মকর্তা ডালিয়া দাস বলেন, আগামীকাল প্যারাডাইস চৌমুহনিতে সিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ আতঙ্ক প্রশমনে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস নিয়ে জনমনে আতঙ্ক প্রশমনে মাঠে নামলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার কৈলাসহরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা-সহ অন্যান্য জায়গায় তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। শুধু তা-ই নয়, করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে সচেতনতা মূলক লিফলেটও বিলি করেছেন তিনি।

লিফলেট বিলি করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৫ জনের বেশি জমায়েত না হতে পারে, তাই গোটা রাজ্যে জারি করা হবে ১৪৪ ধারা। এছাড়া ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্কুল কলেজ ইত্যাদি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিএসএফকেও এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। তিনি বলেন, যদিও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখনও এই

ভাইরাসে আক্রান্তের খবর নেই। কিন্তু ৮০ শতাংশ বাংলাদেশ সীমান্তে ঘেরা থাকায় রাজ্যে বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

একই সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঊনকোটি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজখবর নিতে পর্যালোচনা বৈঠকও করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিধায়ক সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ওই বৈঠকেও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, কৈলাসহরবাসীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে মুখ্য মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ১৯টি পুর এলাকার উন্নয়নে এডিবি ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট-সহ অন্যান্য কাজ এই অর্থের সাহায্যে করা হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে ডিপিআর, টেন্ডার করার জন্য ২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের হাতে চলে এসেছে।

এদিন আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে আয়ুষ্মান ভারত, এমজিএনরেগা, অটল জলধারা মিশনের কাজে গতি আনতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে জাতীয় সড়কে উদ্ধার বৃদ্ধের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মার্চ।। আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের চড়িলাম বাজারের রাজপথে মৃত্যু হল সাধন দেববর্মা নামের এক বৃদ্ধার। ঘটনা সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ। জানা গেছে, হঠাৎ এই ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পরে যায়। তার গায়ে পরনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর গেঞ্জি। এই গেঞ্জিতে লেখা রয়েছে এক ত্রিপুরা, শ্লেষ্ঠ ত্রিপুরা।

খবর দেওয়া হয় বিশালগড় দমকল বিভাগে। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তার বাড়ি চড়িলাম আরডি ব্লকের অধীনে লেম্বুতলী এলাকায়। ময়না তদন্তের পরই তার মৃত্যুর রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে।

২০ মার্চ থেকে বিধানসভার অধিবেশন প্রথম দিনই বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। ত্রিপুরায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য বাজেট পেশ হবে আগামী ২০ মার্চ। অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ওই বাজেট পেশ করবেন। ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হবে ২০ মার্চ, চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। ৫ দিনের বাজেট অধিবেশনে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব, ৫ বছরে অতিরিক্ত খরচের হিসাবের পাশাপাশি তিনটি বিল পেশ করবে সরকার। সোমবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বিভিন্ন রাজ্য করোনা ভাইরাসের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিধানসভা অধিবেশন স্থগিত রেখেছে। তবে, ত্রিপুরায় আপাতত বাজেট অধিবেশন স্থগিত রাখার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক রূপ নিলে তখন স্থগিত রাখার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে।

তাঁর কথায়, আগামী ২০ মার্চ থেকে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করার পাশাপাশি গত ৫ বছরে অতিরিক্ত খরচের হিসাবও দেবেন তিনি। পরিষদীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনের শেষ বেলায় ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেটের উপর আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। চলবে ২৪ এবং ২৫ মার্চ। ২৬ মার্চ ভোটাভুটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ ঃ চ্যালেঞ্জ মামলার শুনানী পিছোল সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। শিক্ষক মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৭ নিয়ে মামলায় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের সুপ্রিমকোর্টে মামলা গ্রহণে আজ শুনানি হয়নি। কারণ, করোনা ভাইরাসের কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রিমকোর্টে এখন শুধু জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাই, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুতে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় হত বাইক আরোহী পুলিশ কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১৬ মার্চ।। যান দূর্ঘটনা কিছুইতে আটকানো সম্ভব হচ্ছে না, আর তার খেসারত দিতে হল এক পুলিশ কর্মীকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ লংতরাই ভ্যালী মহকুমার মনু থানাধীন এসকে পাড়া এলাকায় ডব্লিওবি ৬৫- ১৮৯৩ নম্বরের বারো চাকার লরি টিআর ০৪ বি ৮০৯২ নম্বরের পালসার বাইকটিকে স্বজুড়ে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলে বাইক চালক আলবিন মারাকের মৃত্যু হয়। আর লরিটি দেড়শ ফুট নিচে লুঙ্গায় পরে যায়। পুলিশ গাড়ি চালক রাজিপল শেখকে আটক করে। জানা যায় নিহত আলবিন মারাক একজন পুলিশ কর্মী সে আমবাসা ট্রাফিকে কর্মরত ছিলো। আজ ডিউটিতে আসার সময় ঘটনাটি ঘটে। গোটা ঘটনায় পুলিশ মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফের আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কএ দুর্ঘটনা। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানা ধীন চাকমা ঘাট স্থিত আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের শালবাগান এলাকার। ঘটনা জানা যায় বহি রাজ্য থেকে চ্যানেল ওয়ান এনএল০১এ১৩৬১ নম্বরের একটি লরি বহি রাজ্য থেকে আগরতলার একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য মালপত্র নিয়ে আসার সময় আঠারো মোরা জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে খাদে চলে যায়।

যদিও গাড়ির চালকসহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাঙ্গাছড়া সফর করলেন বিরোধী দলনেতা, দোষীদের শাস্তির দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। বিরোধী দল নেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল সোমবার অভিশপ্ত রাঙাছড়া এলাকা পরিদর্শন করেছে। ঘটনা সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা বলেন, এটি একটি বীভৎস ঘটনা। জীবন্ত একটি মেয়েকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

এটা কি করে ঘটল, কারা ঘটাল সবাই তা জানতে চাইছে। এর কিনারা হবে যদি পুলিশ সঠিক অবস্থা গ্রহণ করে। এটাই সবার কাছেই প্রত্যাশা। ঘটনার ভীভৎস্যতা, অমানবিকতা নিয়ে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা কোন সুযোগ নেই। নিহতের পরিবার পরিজনদের প্রতি তারা গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। সেখান থেকে তারা সিধাই থানায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরে ব্রাউনসুগার সহ এক যুবকে পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ মার্চ ।। উনকোটি জেলার পুলিশ সুপারের দেওয়া তথ্য ধরে গভীর রাতে কৈলাসহর থানার পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ আটক করল এক যুবককে। রবিরার রাত আণুমানিক বারোটা নাগাদ উনকোটি জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা জানতে পারে যে কৈলাসহর থেকে টিলাবাজার ব্রাউন সুগার পাচার হবে। সেই মোতাবেক কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী যৌথভাবে কৈলাসহর থেকে টিলাবাজার যাওয়ার রাস্তার দুটি জায়গায় ওৎ পেতে বসে থাকে।

রাত বাড়ার সাথে সাথে পুলিশ দেখতে পায় যে তথ্য অনুযায়ী একটি কালো সুপার স্পেন্ডার বাইক নিয়ে একটি যুবক আসছে। প্রথমদিকে পুলিশে যুবকটিকে আটক করতে চাইলেও সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পরবর্তী সময় পুলিশের তৎপরতায় সেই যুবককে আটক করা যায়। প্রাথমিক তল্লাশিতে এই যুবকের কাছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক সচেতনা কর্মসূচি তুলসীবতী স্কুলে। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ভালবাসার দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকা চার ঘন্টার ধর্ণা শেষে বিয়ে করলেন দুজনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। ভালবাসার দাবি নিয়ে এবার প্রেমিকা হাজির হলেন প্রেমিকের দরজায়। তাও আবার গলায় ভালবাসার দাবি লেখা প্লেকার্ড ঝুলিয়ে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ৪ ঘন্টা ধর্ণা দিয়ে শেষে বিয়ে করেই ছাড়লেন। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় হারেরখোলা এলাকায় ওই ঘটনায় দারুন সাড়া পড়েছে। ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করার পর নবদম্পতিকে ভীষণ হাসিখুশি দেখিয়েছে।

কমলপুর মহকুমায় মধ্যপাড়ার বাসিন্দা অনিল মজুমদারের মেয়ে সোমা মজুমদার এবং হারেরখোলা ব্রজেন্দ্র দাসের ছেলে ধর্মেন্দ্র দাসের মধ্যে তিন বছর ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক। কিন্তু, সম্প্রতি তাদের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছিল। মনোমালিন্যের কারণে ধর্মেন্দ্র সোমা-কে বিয়ে করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। এর পর আজ ধর্মেন্দ্র-র বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হন সোমা। ভালবাসার দাবি জানিয়ে গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে আসেন তিনি।

ধর্মেন্দ্র দাস পেশায় ফটোগ্রাফার। তাঁর একটি ষ্টুডিও রয়েছে। আজ সোমা তার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলে বেকায়দায় পরে যান ধর্মেন্দ্র। কারণ, দ্বাদশ পরীক্ষার্থী সোমা হুমকি দিয়ে বলেন, ধর্মেন্দ্র তাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা ছাড়া তার অন্য কোন পথ খোলা নেই। ফলে, সামাজিক মর্যাদা এবং আইনি ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য সোমা-কে বিয়ে করে উচিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ মার্চ ফাঁসি নির্ভয়ার দণ্ডিতদের, আজ তিহাড় জেলে আসছেন জল্লাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): আগামী ২০ মার্চ, শুক্রবার দিল্লির তিহাড় জেলে ফাঁসি হওয়ার কথা ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার ৪ জন আসামির। দণ্ডিতদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য ১৭ মার্চ, মঙ্গলবার তিহাড় জেলে আসছে জল্লাদ পবন। অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার প্রাক্কালে ফাঁসির মহড়া সেরে নেবে তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ।

সোমবার তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০ মার্চ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য ১৭ মার্চ (মঙ্গলবার) তিহাড় জেলে আসছে জল্লাদ পবন। ২০ মার্চের আগে তিহাড় জেলের ফাঁসির মহড়ায় সেরে নেবে জেল কর্তৃপক্ষউ আগামী ২০ মার্চ পৃথিবীর বৃহত্তম কারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৫৬ ▫ ১৭ মার্চ ২০২০ইং ▫ ৩ চৈত্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রশ্নের মুখে পুলিশী ভূমিকা

মোহনপুরের রাঙ্গাছড়ায় যুবতীর আধপোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ধর্ষণ শেষে যুবতীকে পোড়াইয়া মারার ৭২ ঘন্টা পরও পুলিশের ব্যর্থতা তো কাহারও চোখ এড়াইবার নহে। এক যুবককে ধরিয়া আদালতে পাঠাইয়া যেন পুলিশ বিরাট কিছু করিয়াছে এমন ভাব। একজন যুবতীকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে তাহার পিছনে রহস্য বা কারণ কি কাহারা এই দুস্কর্মে জড়িত ইত্যাদি সম্পর্কে পুলিশ যেন একেবারেই ঘুমে। মোহনপুর থানাই শুধু নয় গোটা পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কেই আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে। যুবতীর এই মৃত্যুকে নিয়া নানা ভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর প্রশ্ন আছে রাজনৈতিক নেতারা বা সাংবাদিকরা এই রকম ঘটনায় নিশ্চয়ই ছুটিয়া যাইবেন। এখানে মানবতাকে দূরে সরাইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের উপর যাহারা হামলা করিয়াছে তাহাদের মূল লক্ষ্য কি ছিল? এই প্রশ্ন উঠিতেছে। কোনও একটি প্রভাবশালী মহল হইতে কি পুলিশের উপর চাপ ছিল? কিংবা এখনও আছে? নৃশংস হত্যাকান্ডের পিছনে বড় ধরনের রহস্যের বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছে বিভিন্ন মহল। তাহার কি পুলিশ প্রশাসন গুরুত্ব দিয়া দেখিতে পারিবে?

মোহনপুরের রাঙ্গাছড়ায় বাইশ বছরের স্নাতক যুবতীকে নৃশংসভাবে পোড়াইয়া মারার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছে সিপিআইএম। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বলিয়াছেন রাঙ্গাঁছড়ার এই ঘটনা নিষ্ঠুরতার দিক হইতে রাজ্যের বুকে বিরতলতম। পুলিশ প্রথম হইতেই প্রচার চালাইয়াছে যে ইহা প্রেম ঘটিত আত্মহত্যা। পুলিশ বাবা মার অভিযোগ গ্রহণ না করিবার স্পর্ধাও দেখাইতে পারিলেন। শুধু সিপিএম নহে কংগ্রেসও এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে। রবিবারই রাঙ্গাছড়া সফর করেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি নিজে যুবতীর পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন, মন্ত্রীর সামনেই এলাকাবাসীরা জানান, ধর্ষণ করিয়াই যুবতীকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য তরুণীর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেখানে ঘাসও তো পোড়া ছিল না। এলাকাবাসীর বক্তব্য শুনিয়া আইনমন্ত্রী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। আইনমন্ত্রী বলেন, ঘটনাটি বেশ জটিল। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে অন্য কোথাও খুন করিয়া তরুণীর দেহ এই স্থানে ফেলিতে পারে। তিনি ইহাও জানান যে, এই তদন্তের দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে দেওয়া যাইতে পারে। এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত বলিয়াও মন্ত্রী অনুমান করেন। রাঙ্গাছড়ার তরুণীর বীভৎসতম হত্যার ঘটনাকে খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া এবং ঘটনা সম্পর্কে আগাম অনুমান ও মন্তব্যও কোন লক্ষ্যে করা হইতেছে এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। অতীতেও নারী নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনা রাজ্যে ঘটিয়াছে কংগ্রেস যুবসমিতি জোট রাজত্বে উজান ময়দানের ঘটনার জেরে সরকার টলমল অবস্থায় পৌঁছাইয়াছিল। আজ রাঙ্গাছড়ার যুবতী হত্যার ঘটনা নিয়া রাজ্যে বিরোধীরা কার্য্যত বিবৃতি বিপ্লবই চালাইয়া যাইতেছে। অগ্নিদগ্ধ নিহত তরুণীর এই বীভৎসতম হত্যার ঘটনায় পুলিশই আজ সবচাইতে বড় কাঠগড়ায়। থানা পুলিশের উপর মানুষের কতখানি ভরসা থাকিবে? ক্রাইম ব্রাঞ্চও কি অতীতে দক্ষতার ছাপ রাখিয়াছে? সুতরাং ব্যর্থতার অভিযোগ হইতে পুলিশ রেহাই পাইতে পারে না। পুলিশী তদন্তের এই গা ছাড়া ভাব সাধারণ মানুষকে অনেক বেশী অস্বস্তিতে ফেলিতে পারে। থানাগুলির উপর ভরসা কমিবে। আইনের শাসনের ক্ষেত্রে তো ইহা আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

চিকিৎসায় গাফিলাতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, দুর্গাপুরে বেসরকারি নার্সিংহোমে তান্ডব

দুর্গাপুর, ১৬ মার্চ (হি. স.) : চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোমে তান্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল। সোমবার নার্সিং হোমে চত্বরে ধুন্ধমারকান্ড পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের এক বেসরকারী নার্সিংহোমে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নাম বিশাল পুলিশবাহিনী, কমব্যাট ফোর্স।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সৌমেন বিশ্বাস (২৫), দুর্গাপুর ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাঙা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার রাতে প্রচন্ড পেটে ব্যাথা নিয়ে দুর্গাপুর ষ্টেশন সংলগ্ন ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা। সোমবার সকালে তাঁকে স্থানান্তরিত করার জন্য নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ''কে জানায় বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ, সকালে আচমকা সৌমেনবাবু পেটে অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তারপরেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির দাবি করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাতেও বসে মৃতের পরিবারের লোকজন। কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারের লোকজন''কে আশ্বাস দেয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী বিমা অনুদানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। কিন্ত তা মানতে চায়নি পরিবারের লোকজন। বৈঠকে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় নার্সিংহোম চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা নার্সিংহোমে তান্ডব শুরু করে।

অভিযোগ, রোগীর পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয় বাসিন্দারা নার্সিংহোমের বাইরে ও ভেতরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। মুহুর্তেই গোটা এলাকায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পরিস্থিতিতে সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। মৃদু লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। মৃতের স্ত্রী মনিকা বিশ্বাস বলেন,' সকাল থেকে চিকিৎসা করার জন্য কোনও চিকিৎসক ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ভুগছিল। তখন নার্সিংহোমের কর্মীরা চা খেতে গিয়েছিল। আমার একটি ছোটো শিশুকন্যা আছে তাকে নিয়ে আমি কিভাবে বাঁচব। নার্সিংহোমের গাফিলতিতে আমার স্বামী''র মৃত্যু হয়েছে।' নার্সিংহোমের ম্যানেজার সুদীপ্ত রায়, 'নার্সিংহোমে আরও ৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি ছিল। নার্সিংহোমে ভাঙচুরের সময় তাঁদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করতেই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। চিকিৎসাধীন রোগীরা আতঙ্কে নিজেরাই নার্সিংহোম ছেড়ে পালিয়ে যায়।' পরিস্থিতি সামাল দিতে মৃতের পরিবারের লোকজন ও পুলিশ প্রশাসন সহ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে মৃতের পরিবারের লোকজন''কে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে প্রায় ৫ ঘন্টা পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এবং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

বকেয়া বেতনচুক্তির দাবীতে দুর্গাপুর ইস্পাতে সরব সিটু

দুর্গাপুর ১৬ মার্চ (হি.স.) : বেতনচুক্তির দাবীতে সরব হল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটু অনুমোদিত হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লিইজ ইউনিয়ন। সোমবার সংগঠনের পক্ষে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অর্জুন মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখালো।

হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লিইজ ইউনিয়নের সম্পাদকমন্ডলীর আহ্বায়ক বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,' গত ১ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে সেইল কর্মচারীদের বেতনচুক্তি বকেয়া হলেও কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে নীরব। দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তপক্ষের কাছে ধারাবাহিক বিক্ষোভ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তাই লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।' তিনি বলেন,' আমাদের দাবী, বেতন চুক্তিকে লাভ / লোকসানের সাথে যুক্ত করা যাবে না। বৈষম্য না করে অবিলম্বে এইচআরএ ফয়সালা করতে হবে। এনজেসিএস চুক্তি মোতাবেক বেতনের ৬ শতাংশ হারে এবং ২০১৪ সালের পর যোগদানকারী শ্রমিকদের বেতনের ৯ টাকা পেনশন খাতে দিতে হবে। বেতন চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর রাখতে হবে।

সামাজিক দূরত্ব রাখতে তৎপর আমেরিকা

দীপেশ চক্রবর্তী

ক'দিন আগেও ব্যাপারটা ছিল হাসি-তামাশার। হোয়াট্সঅ্যাপে ভেসে আসছিল কলকাতা ও দেশের বন্ধুদের পাঠানো নানা রসিকতা ''করোনা ভাইরাস বাঙালিদের কিছুই করতে পারবে না, কারণ বাঙালিদের শরীরে জন্মগতভাবে মিশে আছে অন্য একটি ভাইরাস, 'করব না' ভাইরাস। কাজেই করোনা-র আর কী করার থাকতে পারে?'' কেউ বা আমাদের ছাত্রাবস্তার সেই ছয় ও সাত মানে 'মুক্তি'-র দশকের নকল করে স্লোগান দিলেন 'চিনের ভাইরাস আমাদের ভাইরাস'।

জানতাম, চিনে এক নতুন ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে ও বেশ কিছু ইতালীর পর্যটক 'বিশ্বময় দিয়াছে তারে ছড়ায়ে'। কিন্তু তখনও 'বিশ্ব' বস্তুটিকে দূরের মনে হচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই, গত দু'-সপ্তাহে, হঠাৎ সবার টনক নড়ে উঠল। যখন বোঝা গেল, এই সংক্রমণ খুব দ্রুতগামী, সাম্প্রতিক কালে আর যেসব ভাইরাস মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, এটিই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রামক ও সাংঘাতিক। এবং যখন 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' করোনা ভাইরাসের আক্রমণকে মহামারীরও এককাঠি বেশি ভয়ংকর বলে ঘোষণা করে দিল, তখন এই দেশে সর্বত্র একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ রব। আর সাধারণ মানুষের মধ্যেও যেন সেই সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটিকায় বর্ণিত 'ওরে আমার ব্যাগটা, ওরে আমার ছাতাটা' গোছের একটা সাড়া পড়ে গেল। গত দশদিনে, আমার,ও যতটা পড়ি ও দেখি সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের, জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই বদলে যাওয়াটাও এমন যে, তা আমার শৈশব-যৌবনের কলকাতার তথা ভারতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

প্রথমত, ভাবুন, এই 'সব পেয়েছি'-র দেশে, অন্তত ভাবখানা তো তাই ছিল, দোকনপাটে পরপর ফাঁকা তাক পড়ে আছে। কোনও দিন দেখিনি। বরং এই দেশে এসে মনে হত, এখানে মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের সম্ভার। এখন দোকানে গিয়ে দেখি, এটা উধাও,সেটা উধাও। শুধু হাতের স্যানিটাইজার আর সাবান নয়, মাছ, তরিতরকারি,ক্যানের খাবার, এমনকি শৌচাদি করার কাগজ (যাকে ঠাট্টা করে 'হাগজ' বলা হয়)---কিছুই নেই। দেখে, এখ সময়ে এই পাশচাত্যেই, পূর্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রাচুর্যের অভাব দেখাতে যেমন সব ছবি ছাপা হত, তার কথা মনে পড়ে যায়। এমন অবস্থার কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয় ইংরিজিতে যাকে বলে, 'প্যানিক বায়িং', বা ত্রাসের কেনাকাটা।

কীসের ত্রাস? সরকার বলেছেন, করোনা ভাইরাস ঠেকাতে গেলে মানুষে মানুষে 'সামাজিক দূরত্ব' তৈরি করতে হবে, মেলামেশা বন্ধ করতে হবে যথাসম্ভব, বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে। তাই মজুতদারি শুরু হয়েছে। কিন্তু দোকানে 'হাগজ' নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে মারপিটের ছবিও দেখলাম। দেখে আমাদের দেশের র‍্যাশনের ব্যবস্তার কথা মনে পড়ে যায়। এরকম চললে হয়তো এখানেও তাই চালু করতে হবে।

সামাজিক দূরত্ব তৈরি করার নিদানটাও ভারতীয় স্বভাবে একটু অদ্ভুত লাগে। যেভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ায়, তাতে শারীরিকভাবে অন্য মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার পরামর্শের যুক্তির দিকটা বুঝি। বলা হচ্ছে, প্রত্যেক দু'জন মানুষের মধ্যে অন্তত দেড় মিটারের ব্যবধান বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয় ব্রাহ্মাণসন্তানের জীবনে ইতিহাসের পরিহাসটা দেখুন। আমাদের ইতিহাসে যাকে সামালোচনা করতে শিখে বড়ে হয়েছি, তা 'অস্পৃশ্যতা'। মানুষের মানুষে 'সামাজিক ব্যবধান'-এর কলুয়ের দিকটার সমালোচনা আমাদের সমস্ত চেতনা জুনে। এর ছায়া মাড়িও না, ওর হাতের ছোঁয়া যেন গয়ে না লাগে—এর বিরুদ্ধে আমাদের সব পাঠ্যপুস্তক ছিল সোচ্চার। এখন, করোনা-কল্যাণে সেসব প্রথা শিখতে হচ্ছে। কিন্তু ভাবুন, আমি শিক্ষক মানুষ, ছাত্রদের সঙ্গে দেড় মিটারের ব্যবধান রেখে পড়াতে গেলে, ও প্রতিটি ছাত্রকে ও তার পার্শ্ববর্তী ছাত্রের থেকে সেই দূরত্ব রাখতে গেলে কত বড় ক্লাসঘর লাগে বলুন তো? বিশ্ববিদ্যালয় তাই নিয়ম জারি করেছে যে, ছাত্রারা বাড়ি বা অন্যত্র চলে যাবে ও পড়ানো হবে সব অনলাইনে। আমার কেউ-ই অনলাইনে পড়াতে অভ্যস্ত নই। তাই 'সামাজিক দূরত্ব' বজায় রেখেই আমাদের জীবনে সব সাজ-সাজ রব। শিখতে হচ্ছে অনলাইনে কীভাবে পড়ানো হয়, কিন্তু সেই শেখাটাও অনলাইনে। করোনা ভাইরাস যে জীবন তছনছ করে দিয়েছে, তা নিয়ে কি আর কোনও সন্দেহ আছে?

মজার দিকও আছে এই জীবনের। সেদিন এক আমেরিকান ছাত্র দেখা করতে এলে বললাম, "দেখো বাপু, করমর্দন করা বারণ, তোমাকে এখন 'নমস্তে', 'সেলাম আলেকুম', বা 'আদাব' বলতে সিখতে হবে"। তাই নিয়ে একটু হাসাহাসিও হল। তাকে হাত জোড় করা, নমস্কার করার তত্ত্বও একটু বোঝালাম। পরে দেখলাম, এই পিরিইস্থতিতে নমস্কার দিয়ে কাজ চালানোর আইডিয়াটা আমার একার নয়। সেদিন এখ পাঞ্জাবি ডাক্তার বন্দু ফোনে করে একটু গর্বিত কণ্ঠেই বললেন, 'যুবরাজ চার্লসের ভিডিওটা দেখেছ?' আমি বললাম, 'কেন ভিডিও?' বললেন, এই যে, চার্লস আর কারও সঙ্গে করমর্দন করছেন না, সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার। দেখাদেখি অন্যরাও নমস্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন।' বলে বললেন, 'বস, এই ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে কিন্তু বেশ একটা প্রাজ্ঞাতা আছে। দেখো, সাহেবরাও তো প্যাঁচে পড়ে আমাদের রীতি নীতিই গ্রহণ করছে।' সত্যি, এই ফোনের পর পরই সেই ভিডিও কলকাতার বন্দুদের কল্যাণে আমার কাছেও এল। বুঝলাম এই সংকটের মধ্যেও প্রবাসী ও স্বদেশি, উভয়রে ভারতীয় মনই ভারত কবে আবার 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', সেই নবদিনমণির উদয়ের প্রত্যাশায় থাকেন। আমি তখন বন্দুটিকে মজা করে, আবার কিছুটা ভেবেও, বললাম 'আরও একটি প্রাজ্ঞতার দিক আছে উপমহাদেশের সভ্যতার, যা এই সময়ে পাশ্চ্যাত্যের মানুষ গ্রহণ করতে পারলে তাঁদের আর হাগজ মজুতদারি করা নিয়ে দোকানের মধ্যে মারপিট করতে হত না। তা হল শৌচকর্মে কাগজের অপব্যাবহার নয়, বরং জলের ব্যবহার। তবে আমাদের সভ্যতার প্রভাব কি অত দূর এগবে?

এক সময় নবাব সিরাজদৌল্লা-প্রেরিত এক দূত ইংরেজে হাতে অপমানিত হয়ে নবাবকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'একদল অসভ্য মানুষ, যারা পশচাদ্দেশ জলদিয়ে ধুতে পর্যন্ত শেখেনি, তারা আমাকে অপমান করলে'। বোঝা যায় যে, এক সময় আমার এই কাজে জলের ব্যবহারকেই সভ্যতার নিরিখ মনে করতাম। তারপর, হুতোম যেমন লিখেছিলেন, ইংরিজি শিক্ষায় আমরা কাগজ ব্যবহারকেই সবাতার চূড়ান্ত ঠিক করলাম। প্রশ্ন হচ্ছে, এই করোনা সংকট কি আমাদের সভ্যতার এই প্রাচীন অভ্যাসটিকেও আবার জগৎসভায়—'সভা' কথাটা হয়তো ঠিক হল না—প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাবে? **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

হেমন্ত কুমার বসুর করুণ পরিসমাপ্তি

ইছামুদ্দীন সরকার

'আমাকে তোমরা মারছো কেন, আমি তো তোমাদের কোনও অনিষ্ট করিনি'। এ কয়েকটি কথা শ্রদ্ধেয় হেমন্ত কুমার বসু উচ্চারণ করেছিএলন যখন তাঁর ঘাড়ের উফর ভোজালি, তলোয়ার আর পাইপগানের সাহায্যে এই অনিষ্টকারীরা তাঁকে হত্যার করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। নির্ভীক, নিঃশত্রু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোসহীন যোদ্ধা হেমন্ত কুমার বসুকে নিয়ে খুব যে আলোচনা হয়েছে, এমনটি চোখে পড়েনি। যা হোক, সেই নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা সেদিনের ওই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কেন এ রকমের অজাতশত্রু, পরোপকারী মানুষদের অকারণে জীবন দিতে হয় তার উত্তর ইতিহাস খুঁজে দেখেনি। কস্মিনকালেও তা খোঁজা হবে না, একথা সত্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জবাবের পরিবর্তে নেমে আসে ধারালো অস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাত। এ ঘটনাটিকে স্মরণ করিয় দেয় অধুনা বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব নামক এক আজন্ম বোলা, নিঃশত্রু ব্যক্তিত্বকে । কথিত আছে। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যাকাণ্ডের প্রথম শিকার হয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের একজন হলেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। জানা যায়, এই হানাদারেরা যখন আক্রমণ করে, তিনি তখন সামনে দু'হাত তুলে 'গুড সেন্স--- গুড সেন্স' বলে তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মহান আবেদন ছিল অপাত্রে দান। যেমনটি হেমন্ত বসুর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। যিনি বা যাঁরা কোনওদিন কারও ভতি করেন না , তাঁদের এভাবে কেন জীবন হারাতে হয়—আমারও কাছে কোনও উত্তর নেই। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, শনিবার কলকাতার ৩৪ নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত মিত্তির বাড়ির সামনে জননায়ক হেমন্ত কুমার বসু গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। হেমন্ত কুমার বসু সারা বারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসেবে সবার কাছে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আমরা অনেকেই জানি। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের এমন কোনও নেতা বোধহয় ছিলেন না। যাঁরা তাঁর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেননি। সদা ব্যস্ত, নিজের জন্য ভাবনাহীন আবার অন্যের বেলায় সদা সচেতন এই হেমন্ত বসুর জীবন কাব্য তথা জীবন দর্শনে মানুষের মুক্তি সাধানই ছিল একমাত্র ব্রত। কিন্তু আততায়ীরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। হেমন্ত বসুর মৃত্যু সংবাদে ধিক্কার ধ্বনি দিয়ে যাঁরা শোক প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের কেউই হেমন্ত বসুর ব্যক্তিগুণকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি। দেশবন্ধু প্রিয় শিষ্য এবং যতীন দাসের সহকর্মী বন্ধু হেমন্ত বসুকে দেখাগিয়েছিল সেদিন যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মরদেহ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং মহাত্মা গান্ধী ওই মৃতদেহকে ট্রেন থেকে নামিয়েছিলেন, অপরদিকে, যতীন দাসের মৃত্যুর পর সুভাষ বসু যখন ওই মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করেন, তখন দেখা গেছে হেমন্ত বসু আতে শামিল হয়েছিলেন। দেশবন্ধু আর যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে যে শোভাযাত্রা হয়েছিল, হেমন্ত বসুর মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার স্মৃতি যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য মানুষ সেদিন চোখের জলে হেমন্ত বসু নামক জননেতাকে বিদায় দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ধর্মঘট, বন্‌ধ যাই হোক না কেন ২২ ফেব্রুয়ারি (মরদেহ নিয়ে মিছিলেরদিন এবং শ্মশান যাত্রা) বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। একে ইতিহাস না বলেইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। সেদিন কলকাতায় ট্রাম চালেনি, চলেনি বাস, প্লেন, ট্রেনেরও সেদিন ছিল অবকাশ। কথিত আছে, এ হরতালের কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না। সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর হত্যার বিরুদ্ধে সারা পশ্চিম বাংলা তথা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত সরকারি অফিসগুলি সেদিন ছুটি ঘোষণা করেছিল। অন্যদিকে পথসভাগুলিতে ওই সব নিষ্ঠুর আততায়ীদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল। এককথায়, হরতালটি ছিল শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রদ্ধে নেতা হেমন্ত বসুর দেহ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে গেল, মানুষের কেন বিনা কারণে জীবন দিতে হয়—সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কেনই বা এই নির্মম হত্যাকণ্ড ঘটানো হয়? কার স্বার্থে? না-তো দেশবাসীর স্বার্থে, না তো কোনও বিশেষ তথা মহত উদ্দেশ্য সাধানের আশায়।

হেমন্ত কুমার বসু বিশেষ কোনও বনেদি ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। ১৮৫৯ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে ৩/১, নন্দরাম সেন স্ট্রিট, কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র বসু এবং মাতা অন্নদাসুন্দরী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল এক অসামান্য বিপ্লবী মানসিকতা। ১৯০৭ সালে তিনি নিজের ।বুবড়ি ত্যাগ করে ১/১, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বাসকরতেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। এত ছোট বয়সে তিনি অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন ব্যানার্জি, রাসবিহারী বসুদের মতো বিপ্লবীদের সাথে অনবরত সংযোগ রেখে চলতেন। পরিচয় ছিল বাঘাযতীনের মতো বিদ্রোহী নেতার সঙ্গেও। প্রসঙ্গত, ওই ১২ বছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তবে তিনি শোকে দিশেহারা হননি। ১৯১২ সালে তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু এবং তাঁর দাদা হরিদাস বসু হেমন্ত বসু বেলুড়

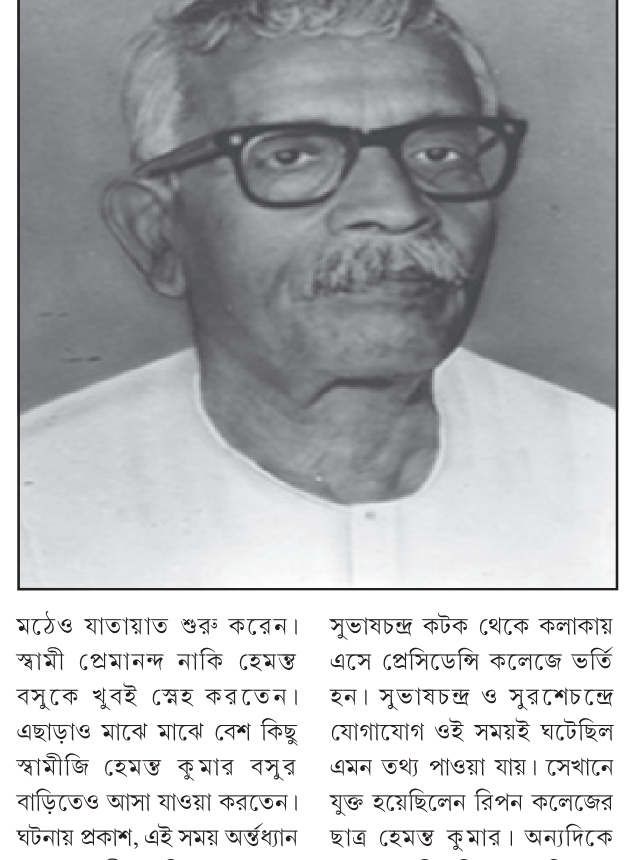

মঠেও যাতায়াত শুরু করেন। স্বামী প্রেমানন্দ নাকি হেমন্ত বসুকে খুবই স্নেহ করতেন। এছাড়াও মাঝে মাঝে বেশ কিছু স্বামীজি হেমন্ত কুমার বসুর বাড়িতেও আসা যাওয়া করতেন। ঘটনায় প্রকাশ, এই সময় অর্ন্তধ্যান করেছেন শ্রী অরবিন্দ, চারু রায়, বূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো নাম করা কিছু বাংলার বিপ্লবী সন্তানেরা ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ তাঁদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জানা যায়, ভগিনী নিবেদিতার সাহায্যে বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিংদ্দেশ হয়েছেন । অন্যদিকে চারু রায় কিংবা বূপেন দত্তের কোনও খোঁজ নেই। কিছু সূত্রে র আলোকে দেখা যায, হেমন্ত কুমার অতি সাবধানভাবে একের পর এক ওই তিন বিপ্লবীকে গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের একটি হস্টেল ছিল। সেখানে থাকতেন ডাক্তারিতে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময় সুভাষচন্দ্র কটক থেকে কলাকায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সুভাষচন্দ্র ও সুরশেচন্দ্রে যোগাযোগ ওই সময়ই ঘটেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে যুক্ত হয়েছিলেন রিপন কলেজের ছাত্র হেমন্ত কুমার। অন্যদিকে এখানে মিলতি হয়েছিলেন নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, জ্যোতিষ ঘোষের মতো অন্যান্য বিপ্লবীরা। বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৪ সাল একটি ক্রান্তি কালের মুহূর্ত । চারদিকে ধ্বনি উঠেছিল সামারিক শক্তি ও সামরিক শিক্ষার জন্য। তাই একদিকে ইংরেজ বিতাড়ন, অন্যদিকে সকলের মাথায় ছিল অস্ত্র সংগ্রহ। যুদ্ধে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সৈনিক হয়ে যাওয়ার পথটি শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়েছিল ওড়িশার বালেশ্বরে অবস্থিত বুড়িবালামের তীরে চার খণ্ডের যুদ্ধের পর। বাঘাযতীন, রাসবিহারী বসু, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা সেদিন সিপাহী বিপ্লবের পরিকল্পনাও নিয়েছিল সেই বালেশ্বর। এই পরিস্থিতিতে হেমন্তকুমার সৈন্য বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন। চলে গেলেন ভারতবর্ষের বাইরে। যুদ্ধে হেমন্ত কুমার শামিল হলেন। বাংলাদেশ থেকে ওই দিন আরও বেশ কিছু বাঙালি যুবক গিয়েছিলেন সুদূর বসরা তথা মেসোপটেমিয়ায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিএলন কাজী নজরুল ইসলাম যিনি তখনকার সময়ে হেমন্ত কুমারের সৈনিক জীবনের বন্ধু হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। যে নিষ্ঠা তিনি রাজনৈতিক তথা বিপ্লবী জীবনের দেখিয়েছিলেন, তেমনইভাবে পরিচয় দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেও। কারণ তিনি সেই মুহূর্তে এখজন সৈনিক ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। শৃঙ্খলাবোধ তথা বিপ্লবী স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল 'জঙ্গি ইনাম'। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও 'স্বরাজ' ও 'স্বাধীনতা' কথাগুলো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডে ভারতবাসীরা সেদিন ধিক্কার জানিয়েছিল। ইতিমধ্যে হেমন্ত কুমার বাড়ি করেছেন। গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্রের মতো নেতৃবর্গ দেশের সার্বিক আন্দোলনে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন। বাংলাদেশে এক আশ্চর্য শুভলগ্নে সুভাষ বসু ও হেমন্ত কুমারের মিলন হয়েছিল। প্রথমজন নেতা, দ্বিতীয়জন কর্মী। বস্তুতপক্ষে হেমন্ত কুমার বসু ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন না এমন কোনও লড়াই বা আন্দোলন বাংলায় দেখা যায়নি। **(চলবে)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার আগরতলায় আমরা বাঙালির সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সুদের হার না কমিয়েই আর্থিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে আরবিআই

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.) : আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে তা দিয়ে আর্থিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে সুদের হার কমানোর পথে হাঁটছে না আরবিআই । সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাশ ।

করোনা মাহামারীর জেরে বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের আঁচ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে প্রস্তুত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া । গঠনমূলক ও কার্যকরী নীতি রুপায়িত হয়ে আছে। যখন প্রয়োজন সেই নীতি লাগু করা হবে। সোমবার জানিয়েছেন শীর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। এদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বলেছেন, করোনা মহামারীর জেরে বিশ্ব বাজারে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়গে নারাজ বিনিয়োগকারীরা। ফলে নষ্ট হচ্ছে স্থিতাবস্থা।

সোমবারও শেয়ার বাজার ৮ু পতন দেখেছে। বাজারের এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি নিয়ে গভর্নরের ইঙ্গিত, ' পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে ব্যাঙ্ক। সুদের হার বাড়ানো কিংবা কমানো হবে কিনা, তা আগামিদিনের পরিস্থিতি বিচার করবে।

বাজারে নগদ জোগান বাড়াতে আরও একপ্রস্থ অর্থ বিনয়গের পথে হাঁটছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ২৩ মার্চ প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে ব্যাঙ্কগুলোতে। পাশাপাশি রেপো অপারেশন থেকে ১ লক্ষ কোটি জোগান দেওয়া হবে। যদি বাজারে চাহিদা তৈরি হয়। স্পষ্ট করেছেন গভর্নর।

নীতি নির্ধারক সংস্থাগুলোকে সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। একথা জানিয়েছেন শক্তিকান্ত দাস বলেন, এক রাতের মধ্যে ফেডেরাল ব্যাঙ্ক ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে সুদের হার। ফলে বাজারে নগদের জোগান বাড়ানো সম্ভব হবে বলে খবর।

গ্রাহক চাহিদা তলানিতে থাকায় এবং আর্থিক মন্দার প্রভাবে ভারতের জিডিপি ১০ বছরে সর্বনিম্ন ৪.৭ু ছুঁয়েছে। অর্থ মন্ত্রক চলতি অর্থবর্ষের শেষে এই মাত্রা ৫ু ধার্য করেছে। ২০০৮-০৯ সালের বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে এই হার সর্বনিম্ন, দাবি অর্থনীতিবিদদের। এদিন এবিষয়ে শক্তিকান্ত দাশ বলেন, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিক্রিয়াগুলি শক্তির পরিমাপ করেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে যে যে সিদ্ধান্তই রিজার্ভ ব্যাংক নিক না কেন তাতে পছন্দসই এবং সর্বোত্তম প্রভাব পড়বে। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন বহু উন্নত দেশ সুদের হার কমানো পথে হাঁটলেও তিনি এদিন তেমন কিছু ঘোষণা করেননি।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ মার্চ এইএস ফেডারেল ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে প্রায় শূণ্যের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছেন যাতে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মার্কিন অর্থনীতিতে আটকানো যায়। তাছাড়া ইউএস ফেড ৭০০বিলিয়ন ডলারের ট্রেজারি বন্ড এবং জামিনে থাকা সিকিউরিটিস। ব্যাংক অফ জাপানও সোমবারে দ্বিগুণ পরিমাণে কিনেছে ইটিএফ এবং বাড়িয়ে দিয়েছে কর্পোরেট বন্ড এবং কমার্শিয়াল পেপার। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাশসহ রিজার্ভ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা বড বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সব বৈঠকে আলোচনার সময় গুরুত্ব পেয়েছে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা ।

করোনা সতর্কতায় কাছাড়ের সব প্রবেশদ্বারে মেডিক্যাল টিম মোতায়িত

শিলচর (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এর সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, দিল্লি, কলকাতা এবং ত্রিবান্দ্রম থেকে ট্রেনে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছ। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে বলে এক বার্তায় জানিয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে সড়ক পথে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। এক্ষেত্রে জিরিঘাট, লায়লাপুর ও দিগরখাল আন্তঃরাজ্য সীমান্তে মেডিক্যাল টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়েছে। সোমবার জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ (এনএইচএম) সুমন চৌধুরী এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন।

এদিকে, রবিবার শিলচর এনআইটিতে ছুটি ঘোষণা করার পর সোমবারই বহু ছাত্রছাত্রী বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। জানা গেছে, মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যে বাকিরাও বেরিয়ে পড়বেন। তবে অবশিষ্ট বিদেশি পড়ুয়াদের থাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শিলচর এনআইটি কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী সবাইকে এক ছাত্রাবাসে নিয়ে আসা হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

বিদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, ইথিউপিয়া সহ অন্য দেশের ৪৮ জন ছাত্র রয়েছেন। একই ভাবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়েও বিদেশি ছাত্রদের রাখার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অসম বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে প্রকাশ।

কোরনা সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি ভিন রাজ্য থেকে বীরভূমের তিন শ্রমিক

বোলপুর, ১৬ মার্চ (হি.স.): সর্দি কাশি জ্বরে আক্রান্ত ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া তিন শ্রমিককে কোরনা সন্দেহে ভর্তি করা হয়েছে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। তাদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাই থেকে কাজ সেরে সদ্য বাড়ি ফিরেছিলেন তাঁরা।তাঁদের মধ্যে দু''জনের বাড়ি বীরভূমের ইলামবাজারের ও একজন লাভপুরের। সোমবার জ্বর ও কাশি নিয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান তাঁরা। হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ে দিন মজুরের কাজ করেন তাঁরা। দুদিন আগেই কাজ সেরে সর্দি-কাশি জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তাঁরা। সন্দেহের বশে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করে বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার তীর্থঙ্কর চন্দ্র বলেন, 'তিনজন আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভরতি আছেন। তাদের যাবতীয় পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। মরশুমি পরিবর্তনে অনেকের সর্দি-কাশি জ্বর হচ্ছে।

করোনার জেরে জার্মানিতে আটকে বিশ্বনাথন আনন্দ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : জার্মানিতে আটকে পড়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ। বুন্দেশলিগা দাবা টুর্নামেন্টে যোগ দিতে জার্মানি গিয়েছিলেন তিনি। সোমবার তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের জেরে জার্মানি থেকে ফিরতে পারছেন না পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বিশ্বনাথন। গত ২৭ জানুয়ারি জার্মানিতে থাবা বসিয়েছিল করোনা। ফেব্রুয়ারিতে সেই সংখ্যা আরও বাড়ে। কিন্তু বুন্দেশলিগা দাবা টুর্নামেন্টে যোগ দিতে ফেব্রুয়ারিতে জার্মানিতে গিয়েছিলেন আনন্দ। কিন্তু করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতিতে ইউরোপ-সহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশ থেকে বিমান আসায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্র। ফলে সেখানেই আটকে পড়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ। আপাতত নিজেকে সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে রেখেছেন তিনি। রোজ ভিডিও কলে পরিবারের সঙ্গে গল্প করা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া আর হাঁটতে বেরনোই এখন তাঁর রুটিন।

আনন্দের কথায়, "এরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। আমার কেন, অনেকেরই প্রথমবার এ অভিজ্ঞতা হচ্ছে। যেখানে নিজেকে জোর করে আইসোলেশনে রাখতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে রোজ ফোন আসছে। ছেলে অখিল আর স্ত্রী অরুণার সঙ্গে ভিডিও চ্যাটিং করছি। এভাবেই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি।"

তিনি আরও বলেন, "করোনা ভাইরাসের প্রকোপে এখন অনেকের হাতেই প্রচুর সময়। আমার অবস্থাও একইরকম। তাই ফোনে আর অনলাইনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় পাচ্ছি। আর হাঁটতে বেরলে সকলেই দূরত্ব বজায় রাখছেন।"

দাবার ইভেন্টের জন্য বছরের বেশিরভাগ সময়টাই অন্যান্য দেশে কাটাতে হয় তাঁকে। বিশেষ করে স্পেন ও জার্মানিতেই বেশি সময় থাকেন তিনি। কিন্তু এবার গিয়ে আর দেশে ফিরতে পারছেন না। গোটা মাসটা এভাবেই একা কাটাতে হবে তাঁকে। মার্চের শেষে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ঘরে ফিরবেন তিনি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা-শহিদ সুদেষ্ণা সিনহার ২৫-তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত শিলচরে

শিলচর (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : অসমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা শহিদ সুদেষ্ণা সিনহার ২৫-তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে শিলচরে। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভা এ উপলক্ষ্যে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে শিলচর বিবেকানন্দ রোডে শহিদের মূর্তির পাদদেশে। স্মরণসভায় শুধু কর্মকর্তারা শহিদের মর্মরমূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গণবিজ্ঞান সংস্থা-সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও অনেক উপস্থিত ছিলেন আজকের স্মরণ সভায়। সোমবার সকালে অনেকেই জড়ো হন। এই অনুষ্ঠানে যোগেন্দ্রকুমার সিনহা লিখিত গ্রন্থমুদ্রা প্রকরণ-এর আবরণ উন্মোচন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর উন্মোচন করেন মহাসভার উপদেষ্টা চন্দ্রকান্ত সিনহা।

৩২ বছরের তরুণী সুদেষ্ণা সিনহার আত্মবলিদানের বিভিন্ন দিক উত্থাপন করে বক্তব্য পেশ করেন চন্দ্রকান্ত সিনহা, যোগেন্দ্রকুমার সিনহা, প্রশান্তকুমার বসু, স্বপনকুমার সিনহা, উদয়চাঁদ সিনহা, বিবেক আচার্য, জ্যোৎস্না রাজকুমারী, রাহুল দাশগুপ্ত, দীপক সেনগুপ্ত, নীলমণি সিনহা, চন্দনা সিনহা সহ অনেকেই।

তাঁরা ২০০৬ সালের ৮ মার্চ ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এক রায়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাকে ভারতের একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেব স্বীকৃতি প্রদান করা পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসকে সকলের মধ্যে প্রচারের উপর গুরুত্ব দেন।

আতঙ্কিত নয়, করোনা সম্পর্কে সতর্কতা আবলম্বন করতে বলেছেন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : সতর্কতা অবলম্বনই করোনা ভাইরাসের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। বলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সোমবার করোনা ভাইরাস সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে অভয়বাণী শোনাতে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে জনতা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, অসমের কিছু কিছু জায়গায় অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, সতর্কতা। সতর্কতা অবলম্বন করলে করোনা ভাইরাস ধারে-কাছেই আসবে না।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, ৫০০০ মানুষ যদি এক সঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হন, তা হলে আমরা বিপদে পড়ে যাব। তিনি জানান, অসমে এখন পর্যন্ত এক জনের শরীরেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। তবে বেঙ্গালুরু, কেরালা ইত্যাদি রাজ্য থেকে এসেছেন এমন বিদ্যার্থী, কর্মচারীদের করোনা সম্বন্ধীয় কোনও লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে অনুরোধ জানান মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব।

তিনি বলেন, অনেকে করোনা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি করাতে লজ্জা বা সংকোচ করে পালিয়ে বেড়ান। এ ধরনের কাজ সকলের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে, বলেছেন তিনি। বলেন, এখন যে পরিস্থিতি, তাতে কোনও সন্দেহজনক রোগের উপসর্গ দেখা দিলে গোপন করার সময় নয়।

সামান্য খামখেয়ালির জন্য ফল বিপরীতও হতে পারে।

সত্যিই যদি কেউ করোনায় আক্রান্ত হন, এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবাররের পাশাপাশি গোটা সমাজকে ভুগতে হবে, সকলকে গ্রাস করবে এই মারণ সংক্রমণ, বলেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, পরিবারের প্রবীণ তথা বৃদ্ধদের এই ভাইরাস খুব শিগগির আক্রমণ করে। তাই সর্বাগ্রে সচেতনতা অবলম্বনের পাশাপাশি শীঘ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বলেন, 'অসমের স্বাস্থ্য সুবিধা সীমিত। তাই, এখনই যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারি, তা হলে এক সঙ্গে পাঁচ হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যে তিনটি করোনা ভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

আগে কেবল গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল এবং ডিব্রুগড়ে আঞ্চলিক চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রে এই ভাইরাসের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজ যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, রোগীর শরীরের প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহের জন্য তিনটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে অসমে।

এগুলো বরপেটার ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

এদিকে রাজ্যে মাস্ক, সেনিটাইজার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা : ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ গোপীচাঁদের ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি

হায়দরাবাদ, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের ঢেউ আছড়ে পড়ল ব্যাডমিন্টন তারকা তৈরির আঁতুড়ঘর পুলেল্লা গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে উ কোরোনাভাইরাসের আতঙ্কে এবার তালা পড়ল পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল, কিদম্বী শ্রীকান্তের মত তারকা শাটলারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে । আপাতত ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমি ।তেলেঙ্গানাতেই কোরোনা ভাইরাসে প্রথম ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে । রোগের প্রকোপ ঠেকাতে তেলেঙ্গানা সরকার, এসএআই এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী দুটো ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছেন গোপীচাঁদ । এই বিষয়ে জাতীয় ব্যাডমিন্টন কোচ বলেন, 'খেলোয়াড় ও আশপাশের মানুষদের সুস্থ থাকাটাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি । এসএআই, বিএআই এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ইন্ডোর এবং আউটডোর স্টেডিয়াম বন্ধ রাখা হয়েছে ।'

করিমগঞ্জের শিবেরগুলে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা-শহিদ সুদেষ্ণা স্মরণ

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : গত ২৪ বছরের মতো এবারও যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা শহিদ সুদেষ্ণা সিনহাকে স্মরণ করেছেন এলাকার জনতা। নানা কার্যসূচির মাধ্যমে আজ সোমবার ২৫ তম শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে।

এদিন সকালে ভাশা-শহিদ সুদেষ্ণা সিনহার নামে স্থাপিত শহিদ বেদিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এর পর শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিতরা। শেষে সুদেষ্ণার জীবনীর ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নরেন্দ্রকুমার সিংহ ভাষা শহিদ সুদেষ্ণা সিনহার জীবনী নিয়ে

ছয়ের পাতায়

সিএএ, এনআরসি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় : সুরেশ ভাইয়াজি যোশী

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ (হি.স.) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জী, জাতীয় নাগরিক রেজিস্টার হচ্ছে জাতীয় বিষয়, তা নিয়ে অযথা রাজনীতি করা উচিত নয়। যে সকল রাজ্য সরকার বিষয়টি চিন্তিত তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের কথা বলা উচিত বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ ভাইয়াজি যোশী।

সিএএ-র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুরেশ ভাইয়াজি যোশী জানিয়েছেন, এটি জাতীয় বিষয়, তাকে অযথা রাজনৈতিক করে তোলা উচিত নয়। বিষয়টি নিয়ে যে সকল রাজনৈতিক নেতারা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। তাদের সেই ধোঁয়াশা দূর করা উচিত। কয়েকজন রাজনীতিবিদ সিএএ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এমনকি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করারও চেষ্টা চলছে।

ভাইয়াজি যোশী আরও বলেন, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সঙ্ঘ তা স্বাগত জানায়। পাশাপাশি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত এবং সেখানে ভারতীয় সংবিধান জারি করা করাকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সোমবার কার্যকারী মন্ডলের বৈঠকে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি পেশ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের প্রতীক হচ্ছে রাম মন্দির। সঙ্ঘ অপর যে দুইটি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন সেগুলি হল জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি কার্যকর করা এবং উপত্যকার পুনর্গঠন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে(সিএএ) স্বাগত জানিয়ে এটিকে ভারতের নৈতিক এবং

ছয়ের পাতায়

করোনা আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হল সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরের দরজা

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের জেরে জেরবার মহারাষ্ট্র। আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮। সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করোনা মোকাবিলায় কাজ করে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের করোনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সাধারণ মানুষের উচিত ঘরে বসে পুজো করা। মুখ্যমন্ত্রীর এমন বিবৃতির পরেই মুম্বইয়ের ঐতিহ্যশালী সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির পূণ্যার্থীদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জাগ্রত মন্দিরও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিবৃতিতে আরও জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের কোনও শহরকে পুরোপুরি 'তালবন্ধ' করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা প্রশাসনের নেই।

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিজের সরকারি বাসভবনে শীর্ষ পর্যায়ে সরকারি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা আক্রান্তদের সঙ্গে অপরাধীর মত আচরণ না করে মানবসুলভ আচরণের আহ্বান করেছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা রোধে যে নিয়ম বলবত করেছে তা সকলের মেনে চলা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

করোনা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, মাত্র দুই ঘন্টা কাজ হবে হাইকোর্টে

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনায় জেরবার মহারাষ্ট্র। আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার থেকে বোম্বে হাইকোর্টে কেবল দুই ঘন্টা কাজ হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হাওয়া পর্যন্ত কেবল মাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি হবে। কেবল মাত্র চার ঘন্টার জন্য খোলা থাকবে কোর্ট রুম। অন্যদিকে নিম্ন আদালতগুলিতে কেবল মাত্র চার ঘন্টা কাজ হবে।

হাইকোর্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত এই নিয়ম বলবত থাকবে। শুক্রবারের পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি হবে এবং আদালত চত্বরে ভিড় না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থ তহবিল গঠন করে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী পগবা

প্যারিস, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামাজিক মাধ্যমে অর্থ তহবিল গঠন করে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার পল পগবা। ইউনিসেফের মাধ্যমে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় সাহায্য করতে চান তিনি।

উল্লেখ্য, গতকাল ছিল পল পগবা ২৭ জন্মদিন। ওই দিন তিনি আবেদন করেন, অর্থ তহবিলে অন্তত ২৭ হাজার পাউন্ড উঠুক উ এই লক্ষ্য যদি পূরণ হয় তবে,নিজের থেকে সমপরিমাণ অর্থ দান করবেন বলে জানিয়েছেন পগবা।

নিজের ইন্সটাগ্রাম পোস্টে পগবা লিখেন, 'আজ আমার জন্মদিন। আর এটা জেনে ভালো লাগছে যে আমি, আমার পরিবার ও বন্ধুরা সবাই সুস্থ আছে। তবে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা ভালো না। করোনাভাইরাস মহামারী প্রচুর মানুষের শরীরে আঘাত হেনেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও শিশুরা ভাল নেই। কঠিন এই সময়ে আমাদের উচিৎ একতাবদ্ধ থাকা।'

এদিকে জানা যায়, পোগবা যে অর্থ তুলতে পারবেন তা দস্তানা, অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হয় যে মাস্ক এবং বিশেষ প্রতিরোধকারী চশমা কেনার কাজেও খরচ করা হবে।

পগবা এর আগেও নিজের জন্মদিনে সুপেয় পানীয়ের জন্য তহবিল গঠন করে একটা ভালো অঙ্কের অর্থ তুলেছিলেন।

সোমবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ডিস্ট্রিমাইজ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রত্দ্বিন্দি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্িং প্রযুরদ্ধককত্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে ে পচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়াও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো

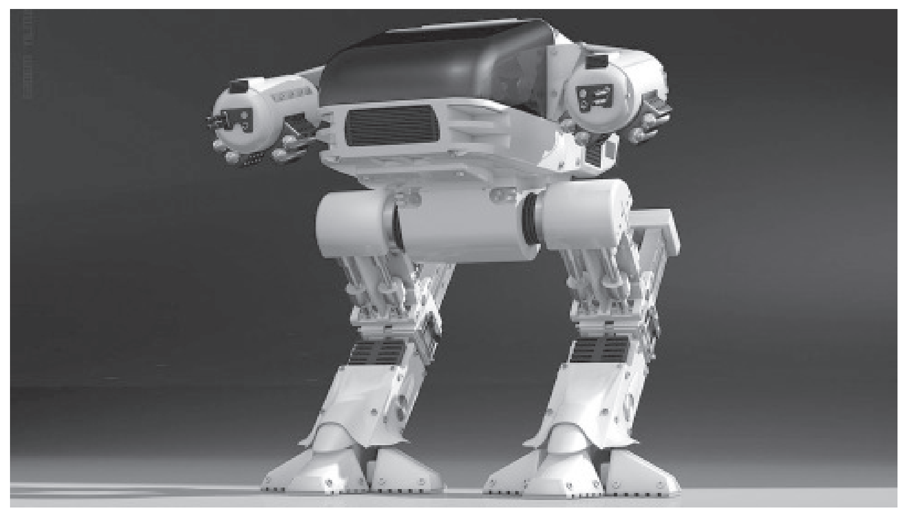

দখল করে নেবে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম । স ম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম ব ু দ্ধি ম ত্তা ভি ত্তি ক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতি পথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে ে পছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যে ব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভ য়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেয কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম ব ুদিদমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল পাাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব ে পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত াআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপাার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।’ আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম। সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞে র পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি

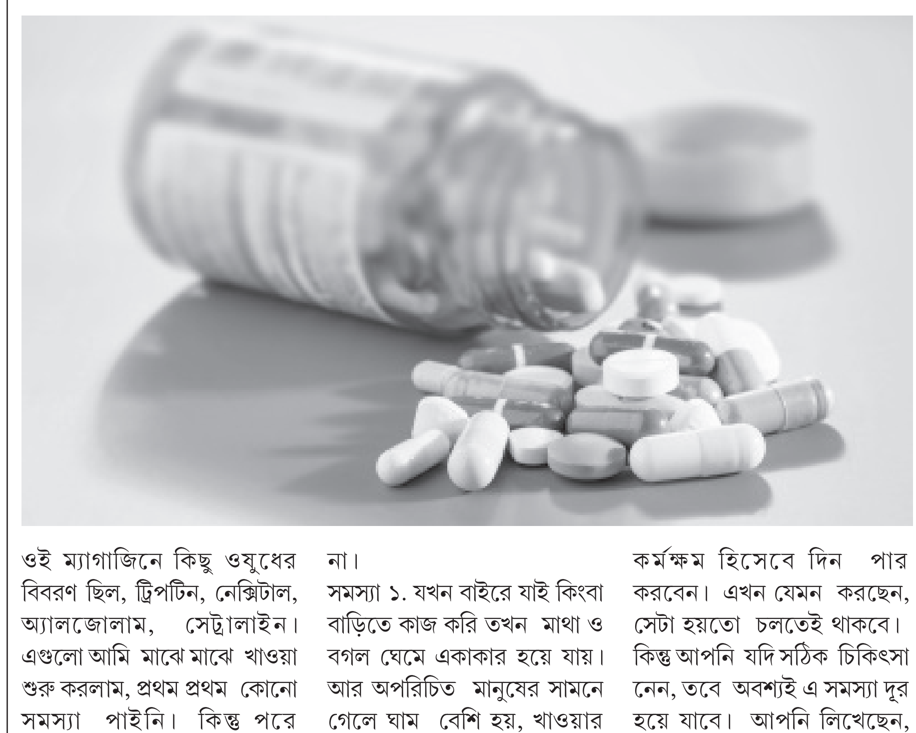

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসিনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারিণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোাজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।’

বিজ্ঞানীরা

বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির, কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র। এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

দেশে মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা।

যে খাবার গুলি ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই। তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু। ২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিতি এবং পছন্দের।

এই রকম ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

সোমবার জিবি হাসপাতালের কন্ট্রাকচুয়েল কর্মীরা নিয়মিতকরণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাম মন্দির নির্মাণ, সিএএ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে প্রস্তাব পাশ সঙ্ঘের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এর কার্যকারী মন্ডলের বৈঠকে সোমবার অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি পেশ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের প্রতীক হচ্ছে রাম মন্দির। সঙ্ঘ অপর যে দুইটি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন সেগুলি হল জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি কার্যকর করা এবং উপত্যকার পুনর্গঠন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে(সিএএ) স্বাগত জানিয়ে এটিকে ভারতের নৈতিক এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনাভাইরাস রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বেঙ্গালুরুতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এর মাঝে কয়েক জন বাছাই করা প্রতিনিধিদের নিয়ে রাম মন্দির, সিএএ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি পাশ হয়।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মন্ডলের তরফে জানানো হয়েছে যে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ আদালত সর্বসম্মতিক্রমে যে নির্দেশ দিয়েছে তাতে মন্দির গড়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাঁধা রইল না। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালত অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে যে রায় দিয়েছে দেশের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মন্দিরে নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলেই সমাজে মর্যাদা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, একাত্ববোধ, মর্যাদাপুরুষোত্তম রামের জীবনার্দশের মতো জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত হবে সাধারণ মানুষ। গোটা বিশ্বে ভারত শান্তি, সৎভাবনা, সমন্বয় গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি এবং উপত্যকায় ভারতীয় সংবিধান জারি করার ক্ষেত্রে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মন্ডল মনে করে এটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। যে সকল রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে তাদের পরিপক্কতা রয়েছে বলে মনে করে সঙ্ঘ। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহযোগীরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরে সেখানকার সামাজিক এবং আর্থিক বিকাশের নতুন দরজা খুলে যাবে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মন্ডল মনে করে যে নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করে সরল বানিয়েছে কেন্দ্র। এই আইন কোনও মানুষের নাগরিকত্ব হরণের জন্য নয়। নাগরিকত্ব দেওয়ার। পাশাপাশি সিএএ-র বিরুদ্ধে যে হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে তার নিন্দা করে দাবি করা হয়েছে যে সমাজের একতা এবং সম্প্রীতি বোধকে খন্ডন করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

গুজবে ভাঙচুর বিষ্ণুপুরের কর্মতীর্থে, গ্রেফতার পাঁচ

বিষ্ণুপুর, ১৬ মার্চ (হি. স.) : সরকারি উদ্যোগে তৈরি কর্মতীর্থে মাদ্রাসা তৈরির গুজব ছড়ায় এলাকায়। আর সেই গুজবেই একদল উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় ওই কর্মতীর্থে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার বিকেল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের বলাখালি হাটে তৈরি কর্মতীর্থে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ।

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জুলপিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাখালিতে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন হাট, সেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই হাট সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমত ২০১৯ কাজ শুরু হয়েছিল, কথামত এলাকার ৭০ টি দোকান ২০২০ সালের এপ্রিলেই হস্তান্তর করা হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের হাতে।

রবিবার বিকালে এই কর্মতীর্থে একটি গ্লোসাইন বোর্ড লাগালে সমস্যা তৈরি হয়, বোর্ডে লেখাছিল সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বলাখালি হাট-বিষ্ণুপুর১ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আর সেই লেখাকেই কেন্দ্র করে এলাকায় গুজব ছড়ায়। সেখানে মাদ্রাসা হচ্ছে, সেখানে কোন হাট থাকছে না। এই পরই এলাকার দোকানদার ও গ্রামের মানুষজন সেখানে জড়ো হয়ে ভাঙচুর শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব।

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের গাফিলতি নিয়ে সরব পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি কেন্দ্র বলে দাবি করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম।

গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ১১০। এমন পরিস্থিতিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেন, করোনা মোকাবিলায় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান সূত্র বের করা উচিত কেন্দ্রের। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বার্তালাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সার্ক ও জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলতেই পারেন। কিন্তু তার থেকে জরুরি হচ্ছে দেশের অন্দরে বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক পদে বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা করা। এই মুহূর্তে কঠোর, দৃঢ় ও নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কেন্দ্রের।

বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্য সরকারগুলি যে এগিয়ে রয়েছে এমন দাবি করে তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে রাজ্যগুলি। রাজ্য সরকার করোনা মোকাবিলায় অনেক ভাল এবং সাহসী পদক্ষেপ অবলম্বন করেছে। ফলে রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলা উচিত কেন্দ্রের। প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বৈঠক হওয়াটা জরুরি। রাজ্যের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত কেন্দ্রের।

করোনাভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ দেশের শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে।

সোমবার আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এস এ বোবদে জানিয়েছেন, করোনা রোধে যে সকল সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে ঢিলেমি দেওয়া ঠিক নয়। মামলার সঙ্গে আইনজীবী এবং আদালতের চেম্বারে কেবল পাঁচজন সাংবাদিককে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ে চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির খবর সাংবাদিকদের দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। করোনাভাইরাস রোধে আদালত চত্বরে প্রবেশের ক্ষেত্রে থার্মাল স্কিনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। থার্মাল স্কিনিংয়ের পরেই মিলবে আদালত চত্বরে প্রবেশের ছাড় পত্র। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের কাজকর্মও সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। এদিন কেবল মাত্র ছয়টি ডিভিশন বেঞ্চ বসেছিল। এই বেঞ্চগুলির সামনে কেবল ৭২টি মামলা পেশ করা হয়েছে। এদিন বিচারপতি অরুণ মিশ্র জানিয়েছেন, আদালত চত্বরে জায়গা কম হলেও ভিড় অতিরিক্ত। করোনা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত জায়গা সুপ্রিম কোর্টের কাছে নেই। সেই তুলনায় হাইকোর্টের জায়গা বেশি। এমনকি কোর্টরুমও বড়।

সুপ্রিম কোর্ট : থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের পরেই মিলছে আদালতে প্রবেশের ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কের রেশ এবার দিল্লির শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে। থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের পরেই আদালত চত্বরে প্রবেশ করার ছাড়পত্র মিলছে।

করোনা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় কাজকর্মও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার কেবল ছয়টি ডিভিশন বেঞ্চ বসেছে এদিন। এই বেঞ্চগুলির সামনে সব মিলিয়ে ৭২টি মামলা পেশ করা হয়। এদিন বিচারপতি অরুণ মিশ্র জানিয়েছেন, আদালত চত্বরে জায়গা কম হলেও ভিড় অতিরিক্ত। করোনা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত জায়গা সুপ্রিম কোর্টের কাছে নেই। সেই তুলনায় হাইকোর্টের জায়গা বেশি। এমনকি কোর্টরুমও বড়।

আফগানিস্তানে করোনায় সংক্রমিত আরও ৫ জন, আক্রান্ত বেড়ে ২১

কাবুল, ১৬ মার্চ (হি.স.): আফগানিস্তানের কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৫ জনঊ নতুন করে আরও ৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর আফগানিস্তানে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২১ জনঊ সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আরও ৫ জন সংক্রমিত হয়েছেনঊ হেরাত প্রদেশে দু'জন, লোগার প্রদেশে দু'জন এবং বদঘিস প্রদেশে একজন সংক্রমিত হয়েছেন।

আফগান স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে ২১ জনের শরীরে মারণ করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ প্রত্যেককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছেঊ প্রসঙ্গত, মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে আফগানিস্তানে আপাতত সমস্ত ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ রয়েছে।

করোনার ধাক্কায় ফের বিপুল ধস শেয়ারবাজারে

মুম্বাই, ১৬ মার্চ (হি. স.) : করোনার ধাক্কায় ফের বিপুল ধস শেয়ারবাজারে। ২১০০-এরও বেশি পড়ে গেল সেনসেক্সের সূচক। সোমবার বাজার খুলতেই সেনসেক্স পড়ে যায় ২১৪২.৪১ পয়েন্টে। সূচক গিয়ে পৌঁছায় ৩১,৯২১.৭। একই অবস্থা নিফটিরও। এনএসই নিফটির সূচক পড়ে যায় ৬১৫.৯৫ পয়েন্টে। সূচক গিয়ে পৌঁছায় ৯৩৩৯.২৫।

ছয়ের পাতায়

সিএএ বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত তেলেঙ্গানার বিধানসভায়

হায়দরাবাদ, ১৬ মার্চ (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হল তেলেঙ্গানা বিধানসভায়। সোমবার অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও জানিয়েছেন, কয়েক মানুষ রয়েছে যাদের কাছে প্রামান্য কোন নথি নেই। সেই কারণে সিএএ নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত কেন্দ্রের।

এদিন সকালে বিধানসভায় সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হয়। অধিবেশন কক্ষে এই বিষয় আলোচনার সময় অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা ভট্টি বিক্রমার্কা, বিজেপির রাজা সিং এবং এআইএমআইএম নেতা আকবরুদ্দিন ওয়েইসি। মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও জানিয়েছেন, সিএএ অসাংবিধানিক। ধর্মের নামে নাগরিকত্ব দেওয়াটা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। দেশহিতের জন্য যে কোনই আইনকে স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু অনুপ্রবেশ রোখার আড়ালে দেশবাসীর মনের মধ্যে ভয় ধরানো এবং তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা একেবারেই উচিত কাজ নয়। আইনটি সংশোধনের সময় রাজ্য সরকারগুলির মতামত নেওয়া উচিত ছিল প্রশাসনের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তা হয়নি। আকবরুদ্দিন ওয়েইসি জানিয়েছেন, সিএএ আইন কার্যকর করে সংবিধানের উপর হামলা হেনেছে কেন্দ্র। সিএএ, এনআরসি, এনপিআরের বিরুদ্ধে শুধু মুসলমান নয় গোটা দেশ এককাট্টা।

করোনা রোধে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসকে রোধ করার জন্য যারা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে, তাদের প্রশংসা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গোলায়। সোমবার নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, করোনাভাইরাস থেকে ভারতবাসীর প্রতিরোধের কাহিনী সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে তুলে ধরেছে। করোনা মোকাবিলায় যে সকল চিকিৎসক, নার্স, পৌরসভার কর্মী, বিমানবন্দরের কর্মীদের মনোবল এর কারণে বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। মানুষকে সহায়তা করতে তারা কাজ করে চলেছে। তাদের অবদান প্রশংসনীয়। করোনা রোধে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে থাকা আধিকারিকরা কাজ করে চলেছে। দেশবাসীকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একজন দায়িত্ববান নাগরিক করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। রাষ্ট্রের দৃঢ়চেতা সঙ্কল্প দেখানোর সময় এটি। পাশাপাশি ভিড় এবং জন সমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

করোনা-আতঙ্ক : ২৯ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ চিড়িয়াখানা, কাজিরঙা-সহ সব উদ্যান-অভয়ারণ্য

গুয়াহাটি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। বিশ্বঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙায়ও শুরু হয়েছে করোনার ত্রাস। বিভিন্ন স্থান থেকে কাজিরঙায় আগত পর্যটকদের মাধ্যমে যাতে কাজিরঙার কর্মচারী এবং স্থানীয় জনতার মধ্যে এই বীজাণু সংক্রমিত হতে না পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান-সহ অন্যান্য পর্যটনস্থল আগামী ২৯ মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অসমের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক তথা চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন এমকে যাদব এ সংক্রান্ত এক নির্দেশিকা জাকা করে করে বলেছেন, আগামী ১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত গুয়াহাটিতে রাজ্য চিড়িয়াখানা, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশাপাশি সকল জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য এবং ব্যাঘ্র প্রকল্প বন্ধ থাকবে।

বন বিভাগ ইতিমধ্যেই তথ্যচিত্রের দৃশ্যগ্রহণ বা গবেষণার জন্য ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী প্রতিরক্ষা আইনের ২৮ অনুচ্ছেদের আধারে প্রদত্ত সকল অনুমতিও ২৯ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে বলেও এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। তবে এই নির্দেশের আগেই বহু পর্যটক ইতিমধ্যে কাজিরঙা এবং অন্য পর্যটনস্থল ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন। অনেকে তথ্যচিত্রের জন্য দৃশ্যগ্রহণের কাজ মাধপথে ছেড়ে ফিরে গেছেন স্বদেশে।

করোনা আতঙ্কে সমস্ত পর্যটনকেন্দ্র বনধের নির্দেশ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে পর্যটন শিল্পে ভাঁটার টান আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। বিদেশি এবং দেশি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে ১৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জে ঘুরতে না আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখনও কেউ করোনাতে আক্রান্ত হননি। কিন্তু কোনও রকমের ঢিলেমি দিতে নারাজ প্রশাসন। স্বাস্থ্যসচিবের নির্দেশে সবকটি পর্যটনস্থল সোমবার রাত থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়ার স্থানীয় ট্যুর অপারেটররা যাবতীয় বুকিং বাতিল করে দিয়েছে। পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক সফরসূচীর নির্ঘণ্ট। যে সকল পর্যটক বর্তমানে আন্দামানে রয়েছে তাদেরকে ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগামী দশদিন পর্যন্ত পর্যটনস্থল যেমন সমুদ্র সৈকত, সেলুলার জেল, জলক্রীড়া, জেটি, ইকো-ট্যুরিজম পার্কও বন্ধ থাকবে।

অবিলম্বে পুরী ছাড়ুন, পর্যটকদের কাছে অনুরোধ প্রশাসনের

পুরী, ১৬ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস আতঙ্ক এবার পুরীতেওঊ অবিলম্বে পুরী ছাড়ার জন্য পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে পুরী প্রশাসনঊ ওড়িশাতেও একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ এরপর থেকেই আরও ততর হয়ে উঠেছে ওড়িশা সরকার ও জেলা প্রশাসনঊ অবিলম্বে পুরী ছাড়ার পাশাপাশি পর্যটক, বিদেশি নাগরিকদের পুরী শহরে প্রবেশ-না করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, যেহেতু সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যামাগার, সিনেমা হল এবং সুইমিং বন্ধ রয়েছে, তাই পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে পুরী ছাড়ুনঊ সোমবার আঞ্চলিক পরিবহণ অফিসার এস কে রায় জানিয়েছেন, পুরী শহরে প্রবেশ না করার জন্য দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছেঊ' অযথা আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

করোনা আতঙ্কের জেরে অধিবেশন মুলতুবি করার দাবি উঠল রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.) : মারণ রোগ করোনাভাইরাসে ত্রস্ত রাজধানী দিল্লি। তার রেশ এসে পড়ল সংসদে। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় অধিবেশন নির্ধারিত সময়ের আগে মুলতুবি করে দেওয়ার দাবি রাজ্যসভায় তুলল সাংসদেরা।

সোমবার রাজ্যসভায় জিরো আওয়ারে এআইএডিএমকের সাংসদ এস কে বালাসুব্রাহ্মমনিয়াম বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, গোটা দেশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। সংক্রমিত এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে এক জায়গায় বেশি ভিড় হওয়াটা কাম্য নয়। বর্তমানে সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে বিপুল পরিমাণে সাংসদ এবং সরকারি আধিকারিক রয়েছে। তাতে করে করোনা ছড়ানোর একটা আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি দ্রুত শেষ করে দিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অধিবেশন নির্ধারিত সময়ের আগে মুলতুবি করে দেওয়া হোক। যদিও এআইএডিএমকের সাংসদের এমন দাবিকে হাতেগোনা কয়েক জন সাংসদই সমর্থন করেছে।

এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, সকল সাংসদদের এবং অন্যান্য কর্মীদের করোনা থেকে সতর্ক হওয়া জরুরি। করোনা রোধে যেসব সচেতনতার কথা বলা হয়েছে, তা মেনে চলা প্রয়োজন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা আতঙ্কের জেরে মহারাষ্ট্রের বিধানসভার বাজেট অধিবেশের কাজকর্ম কাটছাঁট করা হয়েছে। একই কারণে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে করোনার জেরে বুধবার থেকে মুলতুবি হবে বিধানসভার অধিবেশন।

শিবসেনা সুপ্রিমোকে এনডিএ-তে ফিরে আসার আহ্বান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নাগপুর, ১৬ মার্চ (হি.স.) : শিবসেনা সুপ্রিমো তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে ফিরে আসা আহ্বান করলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বিজেপির জোটসঙ্গী আরপিআই দলের সুপ্রিমো রামদাস আঠাওয়ালে জানিয়েছেন, এনডিএ-তে প্রকৃত সম্মান পাবেন উদ্ধব। রামদাসের আশা উদ্ধব বিজেপির সঙ্গে ফের জোট বাঁধলে মধ্যপ্রদেশের মত মহারাষ্ট্রে পালাবদলের পরিস্থিতি তৈরি হবে।

এদিন পুণেতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামদাস বলেন, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ যেহেতু কংগ্রেসের তাই অসাংবিধানিক উপায়ে কমলনাথ সরকারকে আস্থাভোটের জন্য ১০ দিন সময় দিয়েছে। বিজেপি মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারে কোন ভাঙন ধরায়নি। উল্টে কংগ্রেসের অন্দরে অপমানিত হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

দিল্লিতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য, আততায়ীর গুলিতে জখম কনস্টেবল এবং হোম গার্ড

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য। সোমবার ভোরে দিল্লির দ্বারকা এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হলেন দিল্লি পুলিশ কনস্টেবল এবং হোম গার্ড। দ্বারকা সেক্টর ২৩ থানা এলাকার ঘটনাঊ দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, দ্বারকা সেক্টর ২৩ থানায় পোস্টিং ছিল পুলিশ কনস্টেবল রাজীব এবং হোম গার্ড অজয় কুমারের। সোমবার ভোরে ওই থানা এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন রাজীব ও অজয়।

টহল দেওয়ার সময় ভোর চারটে নাগাদ একটি বাতিল সামগ্রীর দোকানে ৩-৪ জনকে দেখতে পান তাঁরা। ওই সন্দেহভাজনদের কাছে এগিয়ে যেতেই দুষ্কৃতীরা গুলি চালাতে থাকে। রাজীবের মুখে গুলি লাগে, অজয়কেও দুষ্কৃতীরা মারধর করতে থাকে। মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছেন অজয়ঊ কনস্টেবল রাজীব পাল্টা গুলি চালালে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। রাজীব ও অজয়কে ভেঙ্কটেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার থেকে স্থগিত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা অধিবেশন

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.) : বুধবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সোমবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে এক সর্বদল বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিধানসভা সূত্রের খবর, বিভিন্ন দফতরের বাজেট নিয়ে অধিবেশনে আলোচনার কথা ছিল। সেগুলি আপাতত স্থগিত রাখা হবে অর্থাৎ পরিষদীয় পরিভাষায় যাকে বলে 'গিলোটিনে' পাঠানো হবে।

ঠিক ছিল চলতি অধিবেশন ২৬ মার্চ পর্যন্ত হবে। চলতি অধিবেশনের বাকি অংশ কবে হবে তা নিয়ে আজ কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শুক্রবার বিধানসভার অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন বিধায়করা দুজনের বেশি সঙ্গী অধিবেশন চলাকালীন আনতে পারবেন না। সাংবাদিকদের প্রবেশের ব্যাপারেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের প্রত্যেককে ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এতে তাঁদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ বলেন, "আমার কিছু করার নেই। সমাবেশ ঠেকাতে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।" এভাবে সাংবাদিকদের সংখ্যা বা বিধায়কদের সঙ্গী কমিয়ে মুশকিল আসান পুরোপুরি হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল বিভিন্ন মহলে। কারণ গত কয়েক বছর ধরে বিধানসভায় আগের চেয়ে অনেক বেশি কর্মী এবং রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব? শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হল বিধানসভা।

করোনা-শীর্ষে মহারাষ্ট্র সংক্রমিত বেড়ে ৩৮

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণ বেড়েই চলেছেঊ মৃত্যু হয়নি কারও, এটাই স্বস্তিঊ কিন্তু, অস্বস্তির কারণ হল-সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছেঊ সোমবার দুপুর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৩৮-এ পৌঁছেছেঊ করোনার প্রেক্ষিতে সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত সমস্ত জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজেশ তোপে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮-এ পৌঁছেছেঊ দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় করোনা-আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্রঊ মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সোমবার পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ে একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ মিলেছেঊ এছাড়াও মুম্বই এবং নবি মুম্বইয়ে আরও ৪ জনের শরীরের করোনার উপসর্গ মিলেছেঊ ইয়াভাতমাল জেলা কালেক্টর এম ডি সিং জানিয়েছেন, দুবাই থেকে ফেরা একজনের শরীরেও করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ মহারাষ্ট্র ছাড়াও, ভারতের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে-উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, কেরল, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাঊ ওড়িশায় আবার নতুন করে একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে।

করোনা : ২৯ মার্চ পর্যন্ত ডিমা হাসাওয়েও বন্ধ স্কুল, কলেজ, সাপ্তাহিক হাট ইত্যাদি

হাফলং (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী করনা ভাইরাসের আতঙ্কে এবার ডিমা হাসাও জেলায় এই সংক্রমণের প্রতিরোধে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ আজ ১৬ মার্চ থেকে আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত জেলার সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি সব বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিল। এবার ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক হাট বন্ধ করতে সোমবার এক নির্দেশিকা জারি করেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।
উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক হাট বসে। এগুলিতে বাইরে থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী আসেন। এই সব সাপ্তাহিক হাটে প্রচুর লোক সমাগম ঘটে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডিমা হাসাও জেলায় সাপ্তাহিক হাটের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় সাপ্তাহিক হাট বসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে এই নির্দেশিকা বলেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নর্মাল সেক্টরের প্রধান সচিব মুকুট কেম্প্রাই। ডিমা হাসাও জেলার হাফলং পুর পর্ষদ-সহ নগর সমিতির চেয়ারম্যান ও মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতিদের এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগে অনুষ্ঠিত চাকরি সক্রান্ত সাক্ষাৎকারও ২৯ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কোভিড ১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে ডিমা হাসাওয়ে কোনও সভা সমিতি-সহ লোক সমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির ২১ এবং ২২ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় প্লাটিনাম জুবিলির সব অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কোনওমতেই ফেরানো যাবে না রোগীদের, বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.): বেসরকারি নার্সিংহোমগুলিকে করোনা আক্রান্ত মানুষদের কোনওমতেই ফেরানো যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে ক্লিনিকগুলোকেও সচেতন থাকার আবেদন করেছেন তিনি। এদিন নবান্নে করোনা মোকাবিলায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষেই এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কর্পোরেশনের মেয়ররা, জেলাশাসকরা, মেট্রো এবং রেলের আধিকারিকরা, বিমানবন্দরের আধিকারিকরা, শিপিংয়ের প্রতিনিধিরা, পুলিশ এবং বিএসএফ-সিএসএফ প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রাইভেট হাসপাতাল ক্লিনিক গুলোতে মানুষ গেলে তাদের ফেরাবেন না। তাদের চিকিৎসা করুনউ যদি করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে রাজ্য সরকারকে বলুন তারা প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে।'করোনায় যারা চিকিৎসা করছেন তাদের জন্য দু লাখ পোশাকের অর্ডার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর প্রতি আবেদন করে তিনি বলেন, তারাও এই ধরনের পোশাক অর্ডার দিতে পারেন। তাদেরও স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই নাইসেড এবং এসএসকেএম-এ করোনায় আক্রান্ত কিনা সে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্য আরও চার জায়গায় এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাস্কের কালোবাজারী রুখতে বাগরিতে ইবি-র হানা

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে ভুগছে কলকাতা উ আর সেই সুযোগে ঝোপ বুঝে কোপ মারছে ব্যবসায়ীরা উ আতঙ্কের মাঝেই নকল মাস্ক বিক্রি চলছে বাগরি মার্কেটে উ সোমবার খবর পেয়ে মাস্কের কালোবাজারী রুখতে বাগরিতে হানা দেয় ইবি-র আধিকারিকরা ।
করোনা আতঙ্কে মুখে মাক্স পড়ে রাস্তায় বেরোতে বলেছেন চিকিৎসকরা আর এবার তারই সুযোগ নিচ্ছে দোকানিরা ।

জরুরী পরিষেবা

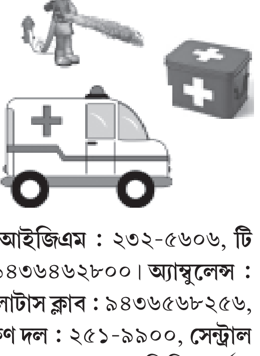

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাষা শহিদ সুদেষ্ণা সিনহাকে স্মরণ সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : অসমের পঞ্চদশ মাতৃভাষা শহিদ সুদেষ্ণা সিনহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংস্থার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচএম আমির হুসেন বলেন, শহিদ কমলা ভট্টাচার্য আর শহিদ সুদেষ্ণা সিনহা দুটি বন্ধনীর নাম। মাঝখানে উজ্জ্বল ১৩টি জাজ্বল্যমান প্রদীপ শিখা। সব মিলিয়ে পঞ্চদশ।
দক্ষিণ অসেমের বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৬ মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভাষাবিপ্লবীরা বরাক উপত্যকায় ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ৫০১ ঘণ্টার রেলপথ-রাজপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছিল। ১৬ মার্চ অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার কলকলিঘাট রেলস্টেশনে আন্দোলনকারীদের একটি মিছিলে ভারতীয় পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ৩২ বছরের তরুণী সুদেষ্ণা সিনহা।
সেদিনের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন অরুণ সিংহ, প্রমোদিনী সিংহ, কমলাকান্ত সিংহ, দীপংকর সিংহ, প্রতাপ সিংহ, নমিতা সিংহ, রত্না সিংহ, বিকাশ সিংহ, শ্যামল সিংহ-সহ আরো অনেকে। ওই ঘটনায় অসংখ্য ভাষা সংগ্রামী আহত হয়েছিলেন। ব্যাপক ধরপাকড়ও হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা স্বীকৃতির আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারে না অসম সরকার। অবশেষে ২০০১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বরাক উপত্যকার ১৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় শিক্ষাদান চালু করে। এর পর ২০০৬ সালের ৮ মার্চ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রিমকোর্ট)-এর এক রায়ের মাধ্যমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাকে ভারতের একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেব স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার যে কোনও রকমের প্রতিরোধ চেতনায় এই দিনটি উজ্জ্বল, ভাস্বর ও প্রেরণাদায়িনী বলে মন্তব্য করেন এইচএম আমির হুসেন। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিন্টি দাস, সুর্যপ্রকাশ সিনহা, আহমদ হুসেন লস্কর সহ অন্যরা।

ভির এড়াতে শহরের চার জায়গা থেকে দেওয়া হবে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.): সোমবার পর্যন্ত পুরসভার সদর দফতর থেকেই দেওয়া হচ্ছিল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রউ তবে আগামীকাল অর্থাত মঙ্গলবার থেকে শহরের চার জায়গা থেকে দেওয়া হবে এই জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রউ করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে ভিড় জমায়েত এড়াতেই এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরকর্তৃপক্ষ উ নবান্নের পর করোনা নিয়ে সোমবার এক জরুরি বৈঠক হয় কলকাতা পুরসভায়। এদিনের এই বৈঠকে তিনটি জরুরী সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুরসভা। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এর নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় এই বিশেষ জরুরী বৈঠক। এছাড়াও শহরে করোনা রোধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান এদিন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ জঞ্জাল অপসারণ দেবব্রত মজুমদার। এদিনের বৈঠকে পুরসভায় বড় জমায়েত ঠেকাতে নয়া পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়া হত কলকাতা পুরসভা থেকে। তার ফলে প্রচুর ভিরও হত ওই বিভাগেউ এবার এই জমায়েত ঠেকাতে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের স্থান একটি থেকে চারটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। তিনি বলেন, "পুরসভার প্রধান কার্যালয় ৫ নম্বর এস এন ব্যানার্জি রোড থাকবে তিনটি কার্যালয়। এছাড়া উল্টোডাঙা হাডকো বিল্ডিংয়ে হবে আরও একটি কার্যালয়। এই কার্যালয়গুলো থেকে আগামী দিনে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। প্রতিটিতে দিনে সর্বোচ্চ ২৫ জনকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে"।
অতীনবাবু এদিন জানান, স্বাস্থ্য দফতরের থেকে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী, কলকাতা পুরএলাকায় করোনা সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি চালাবে কলকাতা পুরসভা। এই কাজ করবেন স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা। এছাড়াও শিয়ালদা, হাওড়া থেকে প্রতিদিন এই শহরে হাজার হাজার মানুষ কাজের তাগিদে আসে। এদের ওপরও নজরদারি চালাবে কলকাতা পুরসভা।
এদিনের বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, পুরসভার প্রতিটি গেটে বসবে স্যানেটাইজার। পুরসভায় যারাই ঢুকবেন সাংবাদিক থেকে আধিকারিক সকলকেই হাত স্যানিটেশন করে ঢুকতে হবে। এদিন ডেপুটি মেয়র বলেন, "এখনও পর্যন্ত দুই হাজার মানুষের কাছে পৌঁছেছে কলকাতা পুরসভা। তার মধ্যে ৫০ জন মানুষের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে। যদিও এদের কারুর শরীরেই করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি"।
অন্যদিকে, এদিন একইভাবে শহরবাসীকে আশ্বস্ত করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ জঞ্জাল অপসারণ দেবব্রত মজুমদার। নাগরিকদের উদ্দেশ্যে এদিন তিনি বলেন, "কোথাও জঞ্জাল দেখলেই একটা ফোন করুন কলকাতা পুরসভায়। সারাদিন খোলা থাকবে এই কন্টোলরুম"উ কলকাতা পুরসভার কন্টোল রুম নম্বরগুলি, ০৩৩-২২৮৬১০৩১/১২১২/১৩১৩/১৪১৪উ ফোন করার তিন ঘন্টার মধ্যে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলেও এদিন দাবি করেন দেবব্রতবাবুউ করোনাকে রুখতে কলকাতা যে সমস্ত দিক থেকেই প্রস্তুত আছে, এদিন এমনটাই দাবি করেন ডেপুটি মেয়রও।

৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাজভবন থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.): করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত শহরতলিউআতঙ্কের জেরে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে স্কুল কলেজ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান উবন্ধ থাকবে বিভিন্ন সিনেমা হলওউআর সেই তালিকায় এবার যোগ দিল রাজভবন ও জাতীয় গ্রন্থাগার উ করোনা আতঙ্কে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রাজভবন থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার ।
করোনা আতঙ্কে এক প্রকার রাতের ঘুম ওড়ার যোগার দেশ থেকে রাজ্যবাসীরউচিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ভিড় থেকে ছড়াতে পারে এই সংক্রমন উ আর তাই এই ভাইরাস যাতে ছড়াতে না পারে তাই এবার বন্ধ রাখা হচ্ছে রাজভবনও উ রাজভবনের ভিতরে অনুষ্ঠান ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে উপাশাপাশি রাজ্যপালের বাইরে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও থাকবে নানন রকম বিধি নিষেধউপাশাপশি করোনা সংক্রমন রুখতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ জাতীয় গ্রন্থাগারও।

সুরেশ ভাইয়াজি যোশী

তিনের পাতার পর
সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে করোনাভাইরাস রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বেঙ্গালুরুতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এর মাঝে কয়েক জন বাছাই করা প্রতিনিধিদের নিয়ে রাম মন্দির, সিএএ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি পাশ হয়।

ভাষা-শহিদ সুদেষ্ণা স্মরণ

তিনের পাতার পর
সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেছেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন সুশান্ত সিনহা, বিজয়গোপাল সিনহা, বিলাস সিনহা, নীতীশ সিনহা, অনিল সিনহা ও মণিধন সিনহা।
সভার শেষ লগ্নে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি যুব জাগরণ মঞ্চের পক্ষে কালীচরণ সিনহা করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা অবলম্বন সম্পর্কে বিস্তর আলোকপাত করেন।

তৃণমূল কর্মী খুন বীরভূমে

রামপুরহাট, ১৬ মার্চ (হি.স.) : তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মী খুন বীরভূমে। অভিযোগের তির সিপিএমের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বীরভূমের বনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে রদিপুর গ্রামের ঘোষপাড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম মধুসূদন ঘোষ (৪০)।
খুনের ঘটনা কে কেন্দ্র করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল ও গ্রামবাসীদের একাংশের মধ্যে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ, পাড়ায় পাড়ায় জনসংযোগ করতে গিয়ে সিপিএমের হাতে খুন হয়েছে ওই যুবক। যদিও গ্রামের একাংশের দাবি এই খুন কোন রাজনৈতিক কারণে নয় গ্রামেরই পাড়ায় এক গৃহবধূর সঙ্গে ওই যুবকের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তার ফলে সে প্রায়ই ওই পাড়ায় গিয়ে আড্ডা দিত ও মদ খেয়ে গালিগালাজ করতো। রবিবার সন্ধ্যায় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পাড়ার ছেলেরা মধুসূদন কে ধরে খুঁটিতে বেঁধে মারধর শুরু করে। ঘটনার জেরেই তার মৃত্যু হয়। এরপর উত্তেজিত তৃণমূল সমর্থকরা ঐ এলাকায় গিয়ে দশ-বারোটি ঘর ভাঙচুর করে।অভিযোগ তৃণমূল সমর্থকরা সোমবার ভোররাতে সুখেন সিংহ নামে এক সিপিএম নেতার বাড়ি ভাঙচুর করে। এমনি পাশে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সোমবার সকালে ফের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অভিযোগ সোমবার সকালে তৃণমূল সমর্থকরা ফের লেট পাড়ায় চড়াও হয়।
তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন মৃত যুবক ওই পাড়ায় ভোট প্রচারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কিছু সিপিএম সমর্থকরা তাকে খুন করে। অন্যদিকে, পাড়ার বাসিন্দা গায়ত্রী লেট বলেন, এখানে ওই মৃত যুবক প্রায় আসত পাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে। কোন ভোট প্রচারে নয়। এদিন ওই একই কারণে যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওই যুবক ফের পাড়ায় এলে তাকে পাড়ার যুবকরা মারধর করে। ঘটনার পর কয়েক জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পানীয় জলের সংকট : পাম্প মেরামতির দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ১৬ মার্চ (হি.স.): পানীয় জলের তীব্র সংকট ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী গ্রাম পঞ্চায়েতের টালিপাড়া গ্রামে উ একমাত্র ভরসা সোলার পাম্প মেরামতির দাবিতে সোমবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের বাসিন্দারা।
জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী গ্রাম পঞ্চায়েতের টালিপাড়া গ্রামের একমাত্র ভরসা সোলার চালিত একটি পানীয় জলের পাম্প। অভিযোগ পাম্পটি দীর্ঘ আট মাস ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কুলটিকরী গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গলকুড়চির টালিপাড়া গ্রামের সোলার পাম্পটি দীর্ঘ আট মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু ব্লক প্রশাসনকে বারে বারে জানিয়েছে কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তাই এদিন এক প্রকার বাধ্য হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়েছিল বাসিন্দারা। ওই পাম্পটি থেকে প্রায় ১৫০ টি পরিবার পনীয় জল ব্যবহার করেন। দীর্ঘ আট মাস ধরে পাম্পটি বিকল অবস্থায় পড়ে থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের মানুষজনেরা। অভিযোগ সোলার পাম্পটি বিকল হওয়ার পর থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয় বাসিন্দাদের।
গ্রামের বাসিন্দা উত্তম মঙ্গল বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও বিডিওকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছি সোলার পাম্পটি মেরামতের করার জন্য, কিন্তু আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। তাই আমরা আজ বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়েছি। এবিষয়ে কুলটিকরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুষমা কিস্কু পাতরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অফিসে তালা ঝোলানোর কথা অস্বীকার করে বলেন, 'আমি যখন ১২ টার পরে অফিসে এসে দেখি অফিস খোলা রয়েছে। তার আগে কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না বলে ফোন কেটে দেন।'

উচ্চমাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা দেওয়া হল ঝাড়গ্রামের ছাত্রীর

ঝাড়গ্রাম, ১৬ মার্চ (হি.স.): শারীরিক অসুস্থতার জেরে উচ্চমাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা দিতে পাড়ল না এক ছাত্রী। অন্যদিকে এক ছাত্রী ও এক ছাত্র হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষ দিল।
সোমবার গোহমীডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রী বাসন্তী রানা সকালে অসুস্থ হলে তাঁকে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার সেন্টার পড়েছিল কাঁটাপাহাড়ী হাইস্কুলে। আর বালিগেড়িয়া হাইস্কুলের ছাত্র দীপঙ্কর বেরা পরীক্ষা কেন্দ্র নয়াগ্রাম থানা বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাঁকে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে সেখানে বেডে বসে পরীক্ষা দেয়। তবে এই দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারলেও সেবায়তন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী বিদিশা সহিস অসুস্থতার কারনে পরীক্ষা দিতে পারেনি।
এবিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ঝাড়্গামে জেলার পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য তপন কুমার পাত্র বলেন, 'এদিন অসুস্থতার জন্য একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি। বাকি দুই পরীক্ষার্থী হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে হয়েছে।'

হাল ছাড়তে নারাজ মধ্যপ্রদেশে আস্থাভোট চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

ভোপাল, ১৬ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস আতঙ্কে আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার অধিবেশনউ ফলে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আপাতত হচ্ছে না আস্থাভোটউ তবে, হাল ছাড়তে নারাজ বিজেপি নেতৃত্বউ মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আস্থাভোট চেয়ে সোমবারই সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছে বিজেপিউ বিজেপির ওই আবেদন মঙ্গলবার শুনতে রাজি হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ
এদিকে, রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের সঙ্গে দেখা করে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় যত শীঘ্র সম্ভব আস্থা ভোটের অনুরোধ জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়করাউ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে সরকার, তাই ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেইউ' শিবরাজ আরও বলেছেন, 'সংখ্যারিষ্ঠতা হারিয়েছে সরকার, তা জেনেই আস্থাভোট থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রীউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে বিজেপির, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আস্থাভোটের জন্য রাজ্যপালকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিউ রাজ্যপাল আমাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেনউ রাজ্যপাল জানিয়েছেন, 'উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবেউ আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের অধিকার কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে নাউ'

ধস শেয়ারবাজারে

পাচের পাতার পর
করোনার ত্রাসে গত কয়েকদিন ধরেই ধস নেমেছে শেয়ারবাজারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, করোনা ভাইরাসের ধাক্কা এসে পড়েছে অর্থনীতিতেও। অনেকেই মনে করছিলেন সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনে বাজার কিছুটা চাঙ্গা হবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি গোটা বিশ্বে যখন গুরুতর অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে, তা থেকে বাদ গেল না শেয়ারবাজারও।

জালে

● **প্রথম পাতার পর**
থেকে একটি প্যাকেট ১২ গ্রাম ১০ মিলিগ্রাম পরিমাণ এর ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি টিআর০২ডি-৫১৪৮ নাম্বালের সুপার স্প্লেন্ডার বাইক পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে এই যুবকের নাম প্রসেনজিৎ দেব বয়স (২৬)। বাড়ি কৈলাসহর চিড়াকুটি এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহর মহকুমার শহর উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জায়গায় অবাধে সামগ্রী সেবন ও বিক্রির পাশাপাশি বাংলাদেশে পাচারের ঘটনার খবর পুলিশের কাছে থাকলেও হাতে তেমন কোন সাফল্য উঠে আসেনি। কারণ বেশ কয়েকবার পুলিশ রেট করলেও তথ্য প্রমাণের অভাবে অপরাধীদের শনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। রবিবার রাতেই এই সাফল্যে নেশা বাণিজ্যের মূল চক্রীদের সামনে আনতে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করছে পুলিশ। আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের নামধাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এনডিপিএস ধারায় এব্যাপারে মামলা গৃহীত হয়েছে।

কনস্টেবল

● **প্রথম পাতার পর**
চালক অল্পবিস্তর আহত হয় কিন্তু দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যায়। দীর্ঘ বেশ কয়েকবার আমরা সংবাদমাধ্যম আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের আঠারোমুড়া পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকার ব্রিকস প্যালাসাইটিং এর ইট ভেঙ্গে চোরাকারবারীরা নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রশাসনকে একপ্রকার ঘুমে রেখে আঠারোমুড়া এলাকার বিভিন্ন জায়গায় চলছে ইট ভাঙ্গার খেলা রাস্তার এই সকল ব্রিকস প্যারাসাইটিক থেকে। এবং সেই ঈদ গুলি দিয়ে অভাবের তাড়নায় একপ্রকার চিপস ভেঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর এখানকার প্রশাসন টুটু জগন্নাথ। এখন দেখার বিষয় সংবাদমাধ্যমে এ সংবাদ প্রচার হওয়ার পর প্রশাসনের টনক নড়ে কিনা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ককে বাঁচাতে।

সুপ্রিম কোর্ট

● **প্রথম পাতার পর**
চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের মামলার গ্রহণে উপর শুনানির দিন আজ ধার্য্য থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে। চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পক্ষে বিজয়কৃষ্ণবাবু জানিয়েছেন, গতকালই তাদের আইনজীবীরা সুপ্রিমকোর্টে ওই মামলা গ্রহণের উপর শুনানি জরুরি ভিত্তিতে করার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত আগামী ২৩ মার্চ ওই আবেদনের শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আগামী শনিবার স্পষ্ট হতে পারে চ্যালেঞ্জ মামলা গ্রহণে শুনানির দিন কবে নাগাদ ধার্য্য করা হবে।

সংগঠন

● **প্রথম পাতার পর**
সেন্টারের সামনে লাগাতার গণ-অবস্থানে বসব আমরা। এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরাও নড়ছি না। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাসের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪৪ ধারা জারি করলেও আমরা গণ-অবস্থান কর্মসূচি পিছিয়ে দিচ্ছি না কিংবা স্থগিতও করছি না। স্বাভাবিকভাবে, চাকরির জন্য অ্যাডহক শিক্ষকদের দুই সংগঠনের আন্দোলনে আগামীকাল আগরতলার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

দুজনে

● **প্রথম পাতার পর**
হবে বলে রাজি হয়ে যান ধর্মেন্দ্র। ৪ ঘন্টার ধর্ণার পর সোমা-কে নিয়ে কমলপুর কালীবাড়িতে মালাবদল করেন ধর্মেন্দ্র। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন নবদম্পতি। এদিনের ঘটনা নিয়ে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী কেউই মুখ খুলেননি। তবে, তাদের ভীষণ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল।

পর্যন্ত

● **প্রথম পাতার পর**
হয়েছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।
ওই নির্দেশিকা মোতাবেক প্রতিদিন কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আদালতের কর্মীদের ছুটি দিতে হবে। বিনা কারণে আদালতে আটকে না রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
পর অধিবেশন সমাপ্ত হবে। তিনি বলেন, আগামী অধিবেশনে ত্রিপুরা সরকার তিনটি বিল আনবে।

জল্লাদ

● **প্রথম পাতার পর**
জেল চত্বর তিহাড় জেলে, পবন গুপ্ত, অক্ষয় ঠাকুর, বিনয় শর্মা এবং মুকেশ সিংকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা। ২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসি হওয়ার কথা নির্ভয়ার ৪ জন অপরাধীর। এর আগে ২০১৩ সালে সংসদ ভবন হামলায় দোষী সাব্যস্ত আফজল গুরুকেও তিহার জেলেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে বাড়ি বাড়ি তাঁর করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা মূলক প্রচার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

আপাতত আস্থাভোট হচ্ছে না মধ্যপ্রদেশে, ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি বিধানসভা

ভোপাল, ১৬ মার্চ (হি.স.): আপাতত আস্থাভোট হচ্ছে না মধ্যপ্রদেশেউ করোনাভাইরাস-আতঙ্কে আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন মুলতুবি করে দিয়েছেন স্পিকার নর্মদাপ্রসাদ প্রজাপতিউ ফলে, সাময়িকের জন্য হলেও স্বস্তি পেল কমল নাথ সরকারউ কিন্তু, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আস্থা ভোট চেয়ে, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)উ ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় মোট বিধায়ক সংখ্যা ২২৮উ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১১৫ জন বিধায়কের সমর্থন দরকার কোনও দলেরউ ৪ জন নির্দল বিধায়ক, ২ জন বহুজন সমাজ পার্টির বিধায়ক এবং একজন সমাজবাদী পার্টির বিধায়কের সমর্থনে এত দিন মধ্যপ্রদেশে ১২১টি আসন ছিল কংগ্রেসের দখলেউ সম্প্রতি ২২ জন বিদ্রোহী-বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ার পর কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৯৯-এউ নির্দল, বসপা ও সপা কংগ্রেসের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিলে সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষে থাকা বিধায়কের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯১-এউ বিজেপির কাছে যেহেতু ১০৭ জন বিধায়ক রয়েছে, তাই আস্থা ভোট হলে কোনও বাধাই থাকবে না বিজেপিরউ তাই মধ্যপ্রদেশে আস্থা ভোটের দাবি জানাচ্ছে বিজেপিউ
আস্থা ভোট নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সোমবার সকালে বিধানসভায় আসেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়করাউ বিধানসভায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ এবং কংগ্রেস বিধায়করাওউ আস্থা ভোট নিয়ে জল্পনার প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ আবেদন জানান, 'আশা রাখছি যথাযথ পদ্ধতি এবং সংবিধান অনুসরণ করা হবেউ' বিধানসভায় রাজ্যপাল জানান, 'মধ্যপ্রদেশের মর্যদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই সংবিধানের অধীনে সকলকে অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে।

অঙ্গন

করোনা : অনুরাগীদের সুস্থ থাকার বার্তা দিলেন রোহিত শর্মা

মুম্বই, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত বিশ্বের কঠিন সময়ে অনুরাগীদের সুস্থ থাকার বার্তা দিলেন হিটম্যান রোহিত শর্মা। শুক্রবার এক টুইটারে এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'এমন সময় আমাদের কিছুটা স্মার্ট হতে হবে। দুর্বলতার কোনও লক্ষ্মণ দেখা দিলেই নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করাটা আবশ্যক। সেইসঙ্গে তিনি ধন্যবাদ জানান আক্রান্তদের পরিষেবায় নিয়োজিত চিকিৎস ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ।
নোভেল করোনা আতঙ্কে বিশ্বজুড়ে স্তব্ধ খেলার মাঠ। বিভিন্ন দেশে একাধিক অ্যাথলিটের শরীরে ধরা পড়েছে মারণ ভাইরাসের নমুনা। এমন কঠিন সময়ে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা নিয়ে হাজির হচ্ছেন তারকা অ্যাথলিটরা। তালিকায় নয়া সংযোজন রোহিত শর্মা। এক ভিডিওবার্তায় শুক্রবার তিনি জানান, গোটা বিশ্বের এমন চেহারায় তিনি মর্মাহত। উদ্বিগ্ন রোহিত ভিডিওবার্তায় অনুরাগীদের জানিয়েছেন, 'আমি কয়েকটা বিষয়ে কথা বলতে চাই। গত কয়েক সপ্তাহ ভীষণ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। কার্যত স্তব্ধ গোটা বিশ্ব যা আমায় ভীষণই আঘাত দিচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে গেলে আমাদের একত্রিত হতে হবে।' আর সে কারণে ঠিক কী কী করা উচিৎ তাও ভিডিওবার্তায় জানিয়েছেন রোহিত।
হিটম্যানের কথায়, 'এমন সময় আমাদের কিছুটা স্মার্ট হতে হবে। আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। চারপাশে ভালো করে নজর রাখতে হবে আর দুর্বলতার কোনও লক্ষ্মণ দেখা দিলেই নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করাটা আবশ্যক। কারণ আমরা সবাই চাই আমাদের বাচ্চারা সুস্থ থেকে স্কুল যাক, আমরা মলে যাই, থিয়েটারে সিনেমা দেখতে যাই।'
একইসঙ্গে এমন উদ্বেগের মধ্যেই যে সকল ডাক্তার কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্তদের চিকিৎসার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলেছেন তাদের কুর্নিশ জানিয়েছেন রোহিত।

আফ্রিদির চড় খেয়ে ফিক্সিংয়ের কথা স্বীকার করেন আমির !

২০১০ সালে ইংল্যান্ড সফরের সময় স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে পড়েন তিন পাকিস্তানি ক্রিকেটার। সেসময়ের টেস্ট অধিনায়ক সালমান বাটের প্রত্যক্ষ মদদে এই কেলেঙ্কারিতে জড়ান দুই পেসার মোহাম্মদ আসিফ ও মোহাম্মদ আমির। পরে এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর এই তিনজনকেই বিভিন্ন মেয়াদে নিষিদ্ধ করে আইসিসি।শুরুতে ফিক্সিংয়ের কথা কেউই স্বীকার করেননি। কিন্তু আমিরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কষে এক চড় বসিয়ে দেন সেসময়ের ওয়ানডে অধিনায়ক আফ্রিদি। এরপর সব উগড়ে দেন সেসময়ের সবচেয়ে প্রতিভাবান তরুণ পেসার আমির। এমনটাই দাবি সাবেক পাকিস্তানি অলরাউন্ডার আব্দুল রাজ্জাকের।পাকিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে অন্ধকারতম ওই ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি দেশটির জিএনএন নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্জাক বলেন, 'সে (আফ্রিদি) আমাদের রুম থেকে চলে যেতে বলে, কিন্তু এরপর আমি চড়ের শব্দ পাই এবং আমির সব সত্য স্বীকার করে।'সাবেক অলরাউন্ডার পাকিস্তান ক্রিকেটকে কলঙ্কিত করার জন্য পিসিবিকেও দায়ী করে বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আইসিসি এ বিষয়ে (স্পট ফিক্সিং) ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই পিসিবি ওই তিনজন অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবে। তারা (পিসিবি) তাদের (ওই তিনজন) এক বছর বা এরকম নিষেধাজ্ঞা দিতে পারত। কিন্তু তা না করে শেষ পর্যন্ত পিসিবি বিশ্বব্যাপী পাকিস্তান ক্রিকেটের ইমেজ নষ্ট করেছে।'৩৯ বছর বয়সী রাজ্জাকের দাবি, ইংল্যান্ডে কেলেঙ্কারি প্রকাশ হওয়ার আগে সালমান বাট ইচ্ছে করেই আউট হচ্ছিল এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ডট বল খেলছিল। 'আমি আমার চিন্তার কথা আফ্রিদিকে বলেছিলাম কিন্তু সে বললো ওসব আমার ভুল ধারণা এবং সব ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাটের সঙ্গে এক ম্যাচে ব্যাট করছিলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম সে আমাদের দলকে ডোবাচ্ছে।'রাজ্জাক জানান, ওই ম্যাচে সিঙ্গেল নিয়ে তাকে স্ট্রাইকে দিতে বলেছিলেন কিন্তু তার কথা শোনার কোনো আগ্রহ দেখাননি বাট।'সে এমন ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমি বুঝতে পারলাম সে কিছু একটার সঙ্গে জড়িয়ে আমি কিছুটা জোর দিয়েই আমাকে স্ট্রাইক দিতে বললাম। এমনকি সে প্রতি ওভারেই ২-৩ বল খেলে তারপর আমাকে স্ট্রাইক দিচ্ছিল। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি এবং চাপে পড়ে আউট হয়ে যাই,' বলেন রাজ্জাক।২০১১ সালের শুরুর দিকে বাট, আসিফ ও আমিরকে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে আইসিসি'র দুর্নীতি বিরোধী ট্রাইব্যুনাল। এর আগে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে তাদের প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ করা হয়। তিনজনই এখন নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে খেলায় ফিরেছেন। কিন্তু একমাত্র আমিরই নিজের ফর্ম ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং বর্তমান বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন।

অভিষেকেই সেরা ফের্নান্দেস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক মাসটা স্মরণীয় হয়ে রইল ব্রুনো ফের্নান্দেসের। চেলসির ডিফেন্ডার মার্কোস আলোনসো ও আর্সেনালের স্ট্রাইকার পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংকে হারিয়ে লিগে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার।
গত জানুয়ারির দলবদলে স্পোর্তিং লিসবন থেকে ২৫ বছর বয়সী ফের্নান্দেসকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে দলে টানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।সমর্থকদের ভোটে গত মাসের দলের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন তিনি।
গত মাসে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলে অভিষেকের পর পাঁচ ম্যাচে দুই গোল করার পাশাপাশি তিনটিতে সহায়তা করেছেন ফের্নান্দেস।
ফের্নান্দেসের দারুণ পারফরম্যান্স ইউনাইটেডের সাম্প্রতিক পথচলায় বেশ প্রভাব ফেলেছে। এসময় কোনো ম্যাচে হারেনি তারা; তিন জয়ের দুটি শীর্ষ চারে থাকা চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে।
আর তা আসছে মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরার স্বপ্ন দেখাচ্ছে উলে গুনার সুলশারের দলকে। ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা চেলসির চেয়ে ৩ পয়েন্ট পিছনে রয়েছে ইউনাইটেড।
করোনাভাইরাসের কারণে অবশ্য মৌসুম শেষ হওয়া নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগসহ সব ধরনের ফুটবল নিষিদ্ধ করেছে ইংল্যান্ড।

বার্সা-রিয়ালকে ছাড়িয়ে লিভারপুল-সিটি

খেলোয়াড়দের মোট বাজারমূল্যের হিসেবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদকে ছাপিয়ে গেছে লিভারপুল। দুই স্প্যানিশ জায়ান্ট দলের চেয়ে এগিয়ে গেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরেক দল ম্যানচেস্টার সিটিও।
ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলা দলগুলোকে নিয়ে করা এই তালিকায় বার্সেলোনা আছে তিনে। রিয়ালের অবস্থান চারে।
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস স্টাডিজ (সিআইইএস)-এর একদল গবেষকের গবেষণার ফলের ভিত্তিতে সোমবার এই তথ্য দিয়েছে বিবিসি।
তালিকার শীর্ষে থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত আসরের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের মোট মূল্যমান ১৪০.৫ কোটি ইউরো। ১৩৬.১ কোটি ইউরো মূল্যমান নিয়ে তাদের পরেই আছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন সিটি।
১১৭ কোটি ইউরোর দল লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার। রেকর্ড ত্রয়োদশবারের ইউরোপ সেরা রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের মোট মূল্য ১১০ কোটি ইউরো।
তালিকার শীর্ষ দলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল পাঁচটি। লা লিগা থেকে আছে তিনটি দল। একটি করে দল রয়েছে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান (পিএসজি) ও ইতালিয়ান সেরি আ (ইউভেন্তুস) থেকে। শীর্ষ দলে জায়গা হয়নি জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের।
সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়ের তালিকাও প্রকাশ করেছে সিআইইএস। এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে বয়স, পারফম্যান্স, ক্লাবের অর্থনৈতিক মূল্যমান ও মুদ্রাস্ফীতির হিসাব। ২২.৭ কোটি ইউরো মূল্যমান নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে পিএসজির বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি ফরোয়ার্ড ২১ বছর বয়সী কিলিয়ান এমবাপে।

করোনা আক্রান্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

লিসবন, ১৬ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে মহামারীর আকার ধারন করেছে মরণ কোরোনারভাইরাস। করোনার ভাইরাসের ভয়াবহতা টের পাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগালও।
এই অবসায় করোনা আক্রান্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।
পর্তুগালে নিজের যতগুলি হোটেল আছে, সবকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করছেন সিআরসেভেন। সেখান বিনা খরচে করোনার চিকিৎসা হবে। ডাক্তার, নার্স বা ঔষধ সবের খরচা বহন করবেন রোনাল্ডো।
একদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনঘাতি এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে সবাই সচেতন হওয়ারও বার্তা দিয়েছিলেন এই পর্তুগীজ ফুটবল তারকা।
উল্লেখ্য, এর আগে নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখেন ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর সতীর্থ ড্যানিয়েল রুগানি ঊ গত রবিবার একই ড্রেসিং রুম শেয়ার করেন রোনাল্ডো ও আক্রান্ত খেলোয়াড়। তাই কোয়ারেন্টাইনে যান রোনাল্ডোও।

অভিষেকেই সেরা ফের্নান্দেস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক মাসটা স্মরণীয় হয়ে রইল ব্রুনো ফের্নান্দেসের। চেলসির ডিফেন্ডার মার্কোস আলোনসো ও আর্সেনালের স্ট্রাইকার পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংকে হারিয়ে লিগে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার।
গত জানুয়ারির দলবদলে স্পোর্তিং লিসবন থেকে ২৫ বছর বয়সী ফের্নান্দেসকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে দলে টানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।সমর্থকদের ভোটে গত মাসের দলের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন তিনি।গত মাসে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলে অভিষেকের পর পাঁচ ম্যাচে দুই গোল করার পাশাপাশি তিনটিতে সহায়তা করেছেন ফের্নান্দেস।ফের্নান্দেসের দারুণ পারফরম্যান্স ইউনাইটেডের সাম্প্রতিক পথচলায় বেশ প্রভাব ফেলেছে। এসময় কোনো ম্যাচে হারেনি তারা; তিন জয়ের দুটি শীর্ষ চারে থাকা চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে।আর তা আসছে মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরার স্বপ্ন দেখাচ্ছে উলে গুনার সুলশারের দলকে। ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা চেলসির চেয়ে ৩ পয়েন্ট পিছনে রয়েছে ইউনাইটেড।
করোনাভাইরাসের কারণে অবশ্য মৌসুম শেষ হওয়া নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগসহ সব ধরনের ফুটবল নিষিদ্ধ করেছে ইংল্যান্ড।

করোনাভাইরাস: স্থগিত জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড সিরিজ

করোনাভাইরাসের কারণে ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিতের মিছিলে যোগ দিয়েছে জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড সিরিজ। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড আলোচনা করে সোমবার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
আগামী ২ এপ্রিল শুরু হওয়ার কথা ছিল আয়ারল্যান্ডের জিম্বাবুয়ে সফর। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল দুই দলের।
বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়লেও জিম্বাবুয়েতে এখনও আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে চাইছে তারা। তাই সিরিজ বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিভমোর ম্যাকোনি।

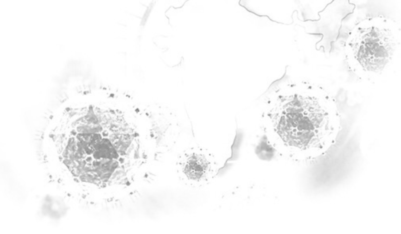

ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী ওয়ারেন ডিউট্রম জানান, আইরিশ ও ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।
এদিকে, করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ফুটবল ও ক্রিকেটের সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

অনুশীলন বন্ধ হওয়ায় চেন্নাই ছাড়লেন ধোনি

চেন্নাই, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে আইপিএলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শুধু আইপিএল নয়, বিশ্বের প্রায় সব ক্রীড়া ইভেন্টই বন্ধ রাখা হয়েছে। এমন পরিসিতিতে চেন্নাই ছাড়লেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ক'দিন আগেই চেন্নাইয়ে আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন এমএসডি। কিন্তু আইপিএল পিছিয়ে যাওয়ায় সাময়িক অনুশীলনও স্থগিত রাখছে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। অনুশীলন স্থগিত রেখেছে আইপিএল দল চেন্নাই সুপার কিংসও।, তাই বাড়ি ফিরলেন ধোনি।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিদায়ের পর বাইশ গজে আর ধোনিরাজ দেখা হয়নি ক্রিকেট অনুরাগীদের। তাই আইপিলে ধোনিকে ফের গ্লাভস-ব্যাট হাতে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন ফ্যানেরা। আইপিএলের জন্য চলতি মাসের শুরু থেকে সুপার কিংস শিবিরে যোগদান করে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন মাহি। নেটে দারুণ ফর্মেও ছিলেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। কিন্তু করোনা আতঙ্কে আপাতত অনুশীলন বন্ধ থাকায় শনিবারই চিপকে শেষ অনুশীলনে নেমেছিলেন ধোনি। এরপরই শহর ছাড়েন মাহি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফ্র্যাঞ্চাইজি পুনরায় অনুশীলনের অনুমতি দিলে তবেই ফের চেন্নাই ফিরবেন ধোনি। -

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO-PT-16/EE/ RDUD/G/2019-20 DATED-12/03/2020

On behalf of the 'Governer of Tripura' The Executive Engineer,R.D Udaipur Division,Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 25/03/2020 for the following work-

1) Laying of brick soling from Kalipada Debnath house to Narayan Nandi house at Barabaiya GP under Tepania R.D.Block.
2) Construction of Pucca drain from NH44 to Sankar Majumder house near Bagma Bazar at Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block.
3) Construction of Modern Yatri shed near the side of Maruti Car centre of Dhajanagar, Udaipur under Tepania R.D.Block.
4) Construction of bamboo palasiding near the land of Kalipada Debnath to Dulal Debnath at Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division(itgmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. L Executive Engineer)
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

ICA/C-2874/2019-20

No.F.420/ TSR-3/ QM/Tender/ 2020-21/ 18
Dated, the 1 March, 2020.

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned is hereby invites sealed Tender/ Quotation from the bonafied/ registered suppliers/ Contractors/ Authorized dealers, Manufactures for supply of OM store items / Signal items and MT Spare Parts as well as Job Works during the year 2020-21 to 3rd Bn Tripura State Rifles, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura.
2. Tender forms, Tender Notice, list of items with specification, Terms & conditions etc. may be collected from The Office of the Commandant, 3rd Bn TSR, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura from 19.03.2020 to 25.03.2020 upto 1700 hrs, during office hours on cash payment of Rs.300/ - (Rupees three hundred) only being the cost of above documents (Non-refundable).
3. The tender will be received up to 1700 hrs till 08.04.2020 and will be opened on 09.04.2020 at 1200 hrs, if possible.
4. Details of Tender Notice and Terms and Conditions may also be seen at the following web site :-
www.tripurapolice.nic.in www.tripura.nic.in

(Arun Kumar)
Commandant 3rd Bn Tripura State Rifles

ICA/C-2869/2019-20

MEMORANDUM

Reference : DNIeT No.16/SE-II/PWD(R&B)/2019-20, Tender ID : 2020_CEPWD_8296_1
Due to unavoidable circumstances the above cited tender, floated vide PNIeT No.12/EE/DIvnill/PWD(R&B)/2019-20 and communicated vide this office Memo No.45(04)/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/8347-8413, dated 6$h February 2020 is hereby cancelled.

Executive Engineer Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, Tripura

ICA/C-2861/201-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার বিধানসভা সচিবালয়ে বিজন্যাস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

অবশেষে স্বস্তি! ইরান থেকে দেশে ফিরলেন ৫৩ জন ভারতীয়

জয়সলমের, ১৬ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান, করোনাভাইরাসের গ্রাসে ত্রস্ত ইরান থেকে ভারতে ফিরলেন ৫৩ জন ভারতীয় নাগরিক। ইরানের তেহরান এবং শিরাজ থেকে ৫২ জন পড়ুয়া এবং একজন শিক্ষককে নিয়ে সোমবার ভোরে রাজস্থানের জয়সলমের-এ পৌঁছয় বিশেষ বিমান। ভারতে ফিরে আসা ৫৩ জনকে জয়সলমের শহরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ওয়েলনেস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, সোমবার ইরান থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৫৩ জনকে, ৫৩ জনের মধ্যে ৫২ জন পড়ুয়া এবং একজন শিক্ষক।

বিদেশ মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৩৮৯ জন ভারতীয়কে ইরান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সফলভাবে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতীয় দল এবং ইরান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এস জয়শঙ্কর। প্রসঙ্গত, চিনের পরই করোনাভাইরাসের প্রকোপে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ইতালি ও ইরানে। ইরানে ইতিমধ্যেই ৭২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৪ হাজার।

থামছে না মৃত্যু-মিছিল, চিনে করোনায় মৃত বেড়ে ৩২১৩ জন

বেজিং, ১৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আগের তুলনায় কমেছে ঠিকই, তবে মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ জন। আরও ১৪ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২১৩-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৮৬০। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন ৬৭,৭৪৯ জন। সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২১৩-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৮৬০।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কোরোনা সন্দেহে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি মহিলা

কোচবিহার, ১৬ মার্চ (হি. স.): কোরোনা সন্দেহে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন এক মহিলা। কিন্তু কোরোনায় নয়, তিনি নিউমোনিয়া আক্রান্ত। সোমবার একথা জানালেন কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কোচবিহার শহরের এক মহিলা ভিন রাজ্যে গেছিলেন। রবিবার সকালে তিনি বাড়ি ফেরেন। এরপর তাঁর শ্বাসকষ্ট, কাশি সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

তিনি একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য যান। সেখান থেকে গতরাতে তাঁকে কোচবিহার হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, কেস হিস্ট্রি এবং পর্যবেক্ষণে রাখার পর ওই মহিলার নিউমোনিয়া হয়েছে বলে জানিয়ে দেয় স্বাস্থ্য দফতর।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, 'ওই মহিলার নিউমোনিয়া হয়েছে। তাঁর কোরোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের কোনও খবর নেই। এছাড়া তিনি এমন কোনও জায়গায় যাননি যেখানে কোরোনার প্রাদুর্ভাব রয়েছে। ওই মহিলার আগে থেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। একই ধরনের উপসর্গ নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের সংক্রমণে হয়।'

কাছাড়ে বাজেয়াপ্ত প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার হেরোইন, গ্রেফতার তিন ভাই

শিলচর (অসম), ১৬ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় পুলিশের হাতে ফের ধরা পড়েছে হেরোইন পাচারকারী। সেনা ও অসম পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে গতকাল রবিবার গভীর রাতে কাছাড়ের সৈদপুর চতুর্থ খণ্ডের গাটাগাছতলা এলাকা থেকে হেরোইন-সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা একই পরিবারের এবং তিন ভাই। এদের নাম জাকির হুসেন লস্কর, রেকিব হুসেন লস্কর এবং মোতাব্বির হুসেন লস্কর বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দার তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি এবং সেনাবাহিনীর জওয়ান সৈদপুর চতুর্থ খণ্ডের গাটাগাছতলার একটি বাড়িতে আচমকা যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে একই পরিবারের তিন ভাই জাকির হুসেন লস্কর, রেকিব হুসেন লস্কর এবং মোতাব্বির হুসেন লস্করকে ১৩০ গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেফতার করা হয়। রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশ ধৃত তিন নেশা কারবারি ভাইকে আজ আদালতে সোপর্দ করে। আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তিন ভাই দীর্ঘদিন থেকে ড্রাগস পাচারের কাজে জড়িত রয়েছে। এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অন্য ড্রাগ মাফিয়াদের ধরতে ধরতে সক্ষম হবে বলে ধারণা পুলিশের।

এখানে উল্লেখ্য, গত শুক্রবার হেরোইন-সহ পার্শবর্তী রাজ্য মণিপুরের তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল কাছাড় পুলিশ। তিনজনের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। লক্ষ্মীপুরের আপার লবণখাল থেকে আগত একটি অটো রিকশাকে সন্দেহের জেরে আটক করে তাতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেক ৬০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছিল। কালো বাজারে এগুলোর মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। সেই হিসেবে গত রাতে উদ্ধারকৃত হেরোইনের কালো বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা হবে অনুমান করা হচ্ছে।

জিবি হাসপাতালে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা নিয়মিতকরণসহ অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য সোমবার জিবি হাসপাতালে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আনেদালনে সামিল হন। রাজ্য সরকার তাদেরদাবি পূরণ না করলে আমরন অনশনে শামিল হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। অনিয়মিত কর্মচারীদের অনেকেরই বয়স ৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। সরকার সহানুভূতির সঙ্গে যাতে তাদের দাবি পূরণ করে সেই দাবি জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা।

চাকুরীচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াল আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। চাকুরীচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াল আমরা বাঙালি দল। তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য দলের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায়, অসহায় চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা বাঙালি দল বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ৩১ মার্চ ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকরীর সময়সীমা শেষ হচ্ছে। সবমিলিয়ে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ অসহায় হয়ে পড়বেন। তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যারা চাকুরীচ্যুত হয়েছেন তাদের কোন দোষ নেই। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের ভুল পদক্ষেপের ফলেই তারা চাকরীচ্যুত হয়েছেন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের ব্যবস্থা করা হবে।

তারাও চাকুরীচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করেনি। সরকারকে অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। দলীয় কার্যালয় রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ১০,৩২৩ কর্মচারীদের নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না। তাদের ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধকার। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক টেটউত্তীর্ণ হয়েও চাকরী পাচ্ছে না। তাদেরকে অবিলম্বে নিযুক্তির দাবি জানানো হয়েছে।

যারা টেট উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদেরকে সরকার অন্যান্য দপ্তরে নিযুক্ত করা হোক, যারা চাকরী পাবেনা তাদেরকে এককালীন ২০ লক্ষ টাকা করে প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য আমরা বাঙালি দল রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি।

ভারতে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ১১৪

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): সংক্রমণ থাকার কোনও লক্ষণ নেইঊ বরং আরও বাড়ছে। ভারতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার বিকেল পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৪-তে পৌঁছেছে। তবে আশার কথা, ইতিমধ্যেই কয়েকজন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুরুতে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেশি থাকলেও, এবার কেরলকে ছাপিয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রঊ শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির। ভারতের যে সমস্ত রাজ্যে থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস-মহারাষ্ট্র, কেরল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ, জম্মু, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও উত্তরাখণ্ড। ওডিশাতেও নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে অবশ্য এখনও পর্যন্ত থাবা বসাতে পারেনি কোভিড-১৯ঊ তবে, আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এই রাজ্যগুলিঊ দেশে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস, তা সত্যিই উদ্বেগজনক।

দিল্লি গণধর্ষণ মামলা আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের দ্বারস্থ ৩ জন অপরাধী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (হি.স.): ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচতে ফের নতুন কৌশল! এবার আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত (আইসিজে)-এর দ্বারস্থ হল ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার ৩ জন অপরাধীঊ সোমবার আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত নির্ভয়ার ৩ জন অপরাধী-অক্ষয় ঠাকুর, পবন গুপ্ত এবং বিনয় শর্মাঊ আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে নির্ভয়ার ৩ জন অপরাধীর আবেদন, মৃত্যুদণ্ডে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।

আগামী ২০ মার্চ, শুক্রবার দিল্লির তিহাড় জেলে ফাঁসি হওয়ার কথা ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার ৪ জন আসামিরঊ ২০ মার্চ পৃথিবীর বৃহত্তম কারা জেল চত্বর তিহাড় জেলে, পবন গুপ্ত, অক্ষয় ঠাকুর, বিনয় শর্মা এবং মুকেশ সিংকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথাঊ ২০ মার্চ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসি হওয়ার কথা নির্ভয়ার ৪ জন অপরাধীরঊ তার আগেই ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচতে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন নির্ভয়ার ৩ জন অপরাধী।

করোনা জের : আপাতত হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের পুরসভার ভোট

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.) : আপাতত হচ্ছে না পুরো ভোট ঊ সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনে সর্বদল বৈঠক শেষে এমনটাই জানান নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। ১৫ দিন পর ফের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কবে হবে নির্বাচন। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে সম্ভবত ভোট হবে জুনে।

করোনাভাইরাসের জেরে পুরভোট পিছন নিয়ে মোটামুটি সহমত ছিল যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপি। রাজ্যব্যাপী আসন্ন পুরভোট নিয়ে সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন সর্বদল বৈঠক হয়। রাজ্যের পুরভোট নিয়ে এদিনের সর্বদল বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। ছিলেন, ১০টি রাজনৈতিক দলের ২০ জন প্রতিনিধি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা নিয়ে সমস্ত দলের পরামর্শ চান কমিশনার। প্রত্যকেই নির্বাচন স্থগিত রাখার পক্ষে সওয়াল করেন। এরপরই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুরভোট আপাতত স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ঊ তিনি জানান, আপাতত হচ্ছে না পুরসভার ভোট। ১৫ দিন পর ফের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কবে হবে নির্বাচন। তবে ভোট পিছিয়ে গেলেও প্রস্তুতি পিছোচ্ছে না ।

উল্লেখ্য, এর আগে এপ্রিলে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমে ভোট করানোর জন্য কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর মিলেছিল। রাজ্যের বাকি পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল জুনে। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে নির্বাচন। নির্ধারিত সময়ে হচ্ছে না কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোট।

ইতিমধ্যে করোনাভাইরাস থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বুধবার থেকে বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় থামল মৃত্যু! করোনায় গোটা বিশ্বে মৃত ৫,৭৪৬

সিওল, ১৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাটিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দক্ষিণ কোরিয়া। বিগত ২৪ ঘন্টায় কারও মৃত্যু হয়নি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। তবে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪ জন। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় সোমবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ২৩৬।কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে, সংক্রমিত হয়েছেন ৭৪ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৮,২৩৬ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু থামলেও, বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ফ্রান্সে নতুন করে আরও ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় সংক্রমিত হয়ে। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী করোনা-হানায় বাড়ছে মৃত্যু। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ১৬ মার্চ সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৩,৬৪৮। মৃতের সংখ্যা ৫,৭৪৬ জন।

করোনা আতঙ্কের জেরে ধর্মীয়স্থানগুলিকে বন্ধ রাখার আবেদন মমতা

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি. স.): করোনা আতঙ্কের জেরে এবার ধর্মীয় স্থানগুলিকে বন্ধ রাখার আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বড় জমায়েত করতে বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ঊ এমনকি এই নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও অ্যাডভাইজারি জারি করেছে। সেই সূত্র ধরেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, ধর্মীয় স্থানগুলোতে যাতে বড় জমায়েত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের নজর দিতে। এদিন নবান্নে করোনা মোকাবিলায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই এমনটাই জানান তিনি।

এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কর্পোরেশনের মেয়ররা, জেলাশাসকরা, মেট্রো এবং রেলের আধিকারিকরা বিমানবন্দরের আধিকারিকরা, শিপিংয়ের প্রতিনিধিরা, পুলিশ এবং বিএসএফ-সিএসএফ প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আবেদন করে জানান, 'ধর্মীয় স্থান গুলিতে বেশি জমায়েত করবেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অ্যাডভাইজারি এসেছে জমায়েত না করার। বেলুরমঠ কর্তৃপক্ষ যেমন নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেরকম অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলিকেও আবেদন করব তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিন জমায়েত যেন না হতে পারে।' মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'যতটা পারা যায় ভিড় এড়িয়ে চলুন।' তবে পুজো করার অনুমতি দিলেও পূজাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জায়গায় মেলা হয় সেই মেলাকে আপাতত স্থগিত রাখার আবেদন করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, 'কারোর ধর্মীয় আবেগ আঘাত না করেই বলছি পুজো করুন তবে অল্প কিছু লোককে নিয়ে। জমায়েত করবেন না। এরমধ্যেই মতুয়াদের একটি পুজো আছে। তবে পুজোকে কেন্দ্র করে যে মেলা হয়, সেই মেলা পিছিয়ে দিন'। দলের রিভিউ মিটিং এর কাজে পরশু বোলপুর যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীরঊ করোনার জেরে সেই সফর তিনি বাতিল করেছেন বলে জানান এদিন।

অন্যদিকে তিনি রেল কর্তৃপক্ষকে আবেদন করে বলেছেন, গাড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে যাতে ভিড় এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও বারবার স্টেশনগুলোতে বাংলায় ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনার জেরে বন্ধ আলিপুর চিরিয়াখানাও

কলকাতা, ১৬ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে দেশ থেকে রাজ্যে ঊ করোনা সংক্রমণে ইতিমধ্যেই স্কুল ,কলেজ, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, সিনেমা হল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ঊ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আলিপুর চিড়িয়াখানাও ঊ সোমবার করোনার জেরে চিরিয়াখানা বন্ধ রাখতে সিদ্ধান্ত নিল বন দফতর ।

ভ্রমণ প্রিয় বাঙালির অন্যতম ডেস্টিনেশন চিরিয়াখানা ঊ তবে, এবার সেখানেও পড়ল তালা ঊ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঊ সোমবার সল্টলেকের অরণ্য ভবনে বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন । সেই বৈঠকে অরণ্য ভবন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঊ বন দফতরের প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, সতর্কতার জন্য কলকাতা চিড়িয়াখানা সহ বাংলায় মোট ১২টি চিড়িয়াখানা বন্ধ রাখা হোক ঊ কারণ, এই সব জায়গায় বহু মানুষের জমায়েত হয় ঊ বৈঠকের পরে বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সব রকমের বন পর্যটন বন্ধ রাখার আর্জি জানাব ঊ আর্জি জানানো হবে চিড়িয়াখানা বন্ধের জন্যও'।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।